ইউনিট-৪

বাংলা শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা

অধিবেশন-১৯ : অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত বাংলা শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা

অধিবেশন-২০ : অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত বাংলা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখনে সহযোগিতামূলক দক্ষতা

অধিবেশন-২১ : শ্রেণীকক্ষে মান ভাষার ব্যবহার

অধিবেশন-২২ : শ্রেণীকক্ষে চকবোর্ডের ব্যবহার

অধিবেশন-২৩ : সহায়ক সামগ্রী এবং শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন ও উন্নয়ন

অধিবেশন-২৪ : ভাষায় অসমযোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিখণ কৌশল

ইউনিট-৪ **অধিবেশন-১৯**

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত বাংলা শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থিত যে নির্দিষ্ট কক্ষে একটি নির্দিষ্ট স্তরের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে একটি নির্দিষ্ট সময় পঠন-পাঠনে ব্যাপৃত থাকে তাকে শ্রেণীকক্ষ বলে। উন্নত দেশগুলোর শ্রেণীকক্ষের সাথে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল ও জনবহুল দেশের শ্রেণীকক্ষের রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলোর শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থী সংখ্যা থাকে অনেক বেশি। এতে আধুনিক ও ব্যয়বহুল শিক্ষা উপকরণ থাকে না বললেই চলে। তাই শ্রেণীকক্ষের ভৌত সুযোগ সুবিধা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিশ্চিত করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেজন্য এক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করতে হয়। গ্রহণ করতে হয় শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনার নবতর ও উদ্ভাবনমূলক কলাকৌশল। এই প্রেক্ষিত বিবেচনায়ই আলোচ্য পাঠটির বিষয়বস্তু বিন্যস্ত হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি –

- শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনার স্বরূপ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণীকক্ষের প্রধান দিকগুলো শনাক্ত করতে পারবেন।
- অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-১ : শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনার স্বরূপ

শ্রেণীকক্ষে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া পরিচালনা করার ক্ষেত্রে শিক্ষককে যে-সমস্ত দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়- সেগুলোর সামষ্টিক রূপই হচ্ছে শ্রেণী ব্যবস্থাপনা। সেই অর্থে একজন শিক্ষক শ্রেণীতে কী পড়াবেন, কীভাবে পড়াবেন, কতক্ষণ ধরে পড়াবেন প্রভৃতি বিষয় শ্রেণী ব্যবস্থাপনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শ্রেণী ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত উপাদানসমূহকে প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ভৌত ব্যবস্থাপনা ও মানবীয় ব্যবস্থাপনা।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিচে শ্রেণী ব্যবস্থাপনার ভৌত ও মানবীয় উপাদানসমূহ মিশ্রিত অবস্থায় পরিবেশিত হয়েছে। আপনি চিন্তা করে উপাদানগুলো আলাদা করে লিখুন-

চকবোর্ড, পাঠ-পরিকল্পনা, হোয়াইট বোর্ড, কলাকৌশল, ভাষার ব্যবহার, আসবাবপত্র, প্রেষণা সৃষ্টি, আসন ব্যবস্থা, আলো-বাতাস, নির্দেশনা, কণ্ঠস্বর, দৃষ্টি বিন্যাস, পায়চারী, শিখন পরিবেশ, পাঠের ধারাবাহিকতা, সময় বিন্যাস, পরিচ্ছন্নতা, নিয়ন্ত্রণ, শ্রেণী শৃঙ্খলা।	
ভৌত ব্যবস্থাপনা	মানবীয় ব্যবস্থাপনা

পর্ব-২ : অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত বাংলা শ্রেণীকক্ষের প্রধান দিকসমূহ

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত বাংলা শ্রেণীকক্ষের স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য বা দিক রয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক স্তরের কোন শ্রেণীতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৫০ এর উর্ধ্বে হলেই সাধারণত সেই শ্রেণীকে অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণী বলা যায়। বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় গড়ে প্রতিটি শ্রেণীতে/ক্লাসে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪০ এর নিচে হলেও শহর ও উপশহর এলাকায় বেশির ভাগ স্কুলগুলোর চিত্র ভিন্ন। সেখানে কোন কোন শ্রেণী/সেকশনে শিক্ষার্থী সংখ্যা ১০০ এর উর্ধ্বেও রয়েছে। শিক্ষার্থী সংখ্যার এই অসম বিন্যাসের কারণেই স্কুল কর্তৃপক্ষকে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রসঙ্গে ভাবতে হয় ও বিভিন্ন উদ্যোগ নিতে হয়। অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর বিষয়টি শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সকল উপাদানকেই কম বেশি প্রভাবিত করে।

প্রিয় শিক্ষার্থী, নিচে বাম পাশের কলামে শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত বিভিন্ন উপাদান উল্লিখিত আছে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থী সংখ্যার আধিক্য উক্ত উপাদানসমূহের উপর কী প্রভাব ফেলে-তা প্রতিটির সমান্তরালে বামপাশে লিখুন।

উপাদান	প্রভাব
• শিক্ষকের কণ্ঠস্বর- • শিক্ষকের নির্দেশনা- • পাঠদান পদ্ধতি নির্বাচন- • শিক্ষার্থীর আচরণ- • শিক্ষার্থীদের পাঠে অংশগ্রহণ- • চার্ট, পোস্টার প্রভৃতি উপকরণ ব্যবহার- • সময় ব্যবস্থাপনা- • বোর্ড ও তার ব্যবহার- • শিক্ষার্থীর মনস্তাত্ত্বিক দিক- • গণতান্ত্রিক আচরণ- • মূল্যায়ন- • অংশগ্রহণমূলক শিখন- • নিয়মানুবর্তিতা- • শ্রেণী শৃঙ্খলা-	

পর্ব-৩: অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ

শ্রেণীকক্ষের ভৌত ও মানবীয় উপাদানসমূহের যথাযথ ব্যবহারকেই বলা যায় শ্রেণীকক্ষের সঠিক ব্যবস্থাপনা। আর এই ব্যবস্থাপনার প্রধান কৌশল হচ্ছে এর সাথে জড়িত উপাদানসমূহের আন্ত:সম্পর্ক বিবেচনা করে উপযুক্ত করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। যেমন, শ্রেণীকক্ষে যদি শিক্ষার্থী সংখ্যা অধিক হয় তাহলে দলীয় কাজ সহজভাবে করার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে মুখোমুখী বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পাঠ পুরোপুরী উপস্থাপনের জন্য সব দলকে একই কাজ প্রদান করা যেতে পারে এবং কাজের শেষে সব দলকে একসাথে ফলাবর্তন দেওয়া

যেতে পারে। কখনও কখনও দলীয় কাজের বিকল্পে একক কাজ ও জোড়ায় কাজ দেওয়া যেতে পারে ইত্যাদি।

নিচে অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনার কিছু কৌশল উল্লিখিত আছে। আসুন শিক্ষার্থী বন্ধু প্রথমে মনোযোগ দিয়ে পড়ে পরে তথ্যসমূহ গুরুত্বের বিবেচনায় ধারাবাহিকভাবে ডান পাশে সাজিয়ে লিখি।

• স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট করে কাজের নির্দেশনা প্রদান ও শর্তাবলী (সময়, কাজ, কাজের ধারা) উল্লেখ করা।	১.
• শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা এমনভাবে করা- যাতে স্থান পরিবর্তন না করেও একক/জোড়ায়/দলে কাজ করানো যায়।	২.
• সকল কাজের সময়েই দৃষ্টিকে পুরো শ্রেণীতে বিন্যস্ত রাখা।	৩.
• দীর্ঘ বক্তৃতার পরিবর্তে মাঝে মাঝে ২/৩ মিনিটের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান।	৪.
• দলীয় কাজের উপস্থাপনায় একেক দিন একেকজনকে সুযোগ দেওয়া।	৫. ৬.
• মোটা অক্ষরে চকবোর্ডে/পোস্টার পেপারে লেখা।	৭.
• গ্রাউন্ড রুল সুনির্দিষ্ট করে পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণীকক্ষের চারপাশে আটকিয়ে রাখা।	৮. ৯.
• শ্রেণীকক্ষে প্রাণবন্ত এবং হাস্যোজ্জ্বল থাকা।	১০.
• বিভিন্ন রঙের চক ব্যবহার করা।	
• দুই বেঞ্চের শিক্ষার্থীদেরকে মুখোমুখী বসিয়ে দল গঠন করা।	
• একক কাজের সূত্র ধরে জোড়ায়/দলীয় কাজ প্রদান।	

ইউনিট-৪ **অধিবেশন-১৯**

মূল শিখনীয় বিষয়

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত বাংলা শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা

শ্রেণী ব্যবস্থাপনার স্বরূপ : একটি শ্রেণীকার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে শিক্ষককে যে সমস্ত দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়- সেগুলোর সামষ্টিক রূপই হচ্ছে শ্রেণী ব্যবস্থাপনা। সেই অর্থে একজন শিক্ষক শ্রেণীতে কী পড়াবেন, কীভাবে পড়াবেন, কতক্ষণ ধরে পড়াবেন ইত্যাদি বিষয় শ্রেণী ব্যবস্থাপনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শ্রেণী ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত প্রধান দিকগুলো নিম্নরূপ:

সময় ব্যবস্থাপনা : শিক্ষক কোন কার্যক্রমের জন্য কতটুকু সময় কীভাবে ব্যয় করবেন তার পরিকল্পনাই হচ্ছে সময় ব্যবস্থাপনা।

পাঠটীকা ব্যবস্থাপনা : পাঠটীকায় শিক্ষক যে পদ্ধতি ও কলা-কৌশলের উল্লেখ করেছেন তার সঠিক ব্যবহার, নির্বাচিত উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত কার্যাবলির যথাযথ আয়োজন, পূর্বনির্ধারিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজের ব্যবস্থাপনা- পাঠটীকা ব্যবস্থাপনার অংশ।

ব্লাকবোর্ড ব্যবস্থাপনা : শ্রেণীতে শিক্ষক একটি নির্দিষ্ট ধারাক্রম অনুসরণ করে তথ্যসমূহ বোর্ডের নির্দিষ্ট স্থানে লিখে থাকেন, নির্দিষ্ট সময়ে বোর্ড পরিষ্কার করেন, নির্দিষ্ট নিয়মে বোর্ডের কাজগুলো করে থাকেন- এ জাতীয় ব্যবস্থাপনাই বোর্ড ব্যবস্থাপনার অংশ।

এছাড়াও শ্রেণীকক্ষের উপযুক্ততা, শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা, শিক্ষকের অবস্থান, অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতি অনুসরণ, শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপর ও সক্রিয় রাখা, সুকৌশলে প্রশ্নকরণ, উপকরণ ব্যবহার, শ্রেণীর কাজ পর্যবেক্ষণ, পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও মনোযোগ বৃদ্ধিতে প্রেষণা সৃষ্টি - প্রভৃতি বিষয় শ্রেণী ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত।

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত বাংলা শ্রেণী ব্যবস্থাপনার প্রধান প্রধান বাধা : শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে পাঠদান কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবেই কিছুটা ব্যহত হয়ে থাকে। অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত বাংলা শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনায় সাধারণত নিম্নরূপ সমস্যাসমূহ দেখা যায়।

- ছোট আকৃতির উপকরণ, চার্ট, মডেল শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার করা যায় না।
- শ্রেণীকক্ষে কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং শ্রেণীশৃংখলা বজায় রাখা সম্ভব হয় না।
- পাঠে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।
- পিছনে বসা শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো শুনতে পায় না; ফলে অমনোযোগী হয়ে পড়ে।

- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান নজর দিতে পারেন না।
- শ্রেণীকক্ষের নিয়মানুবর্তিতা ঠিকমতো অনুসরণ করা যায় না।
- দলীয়ভাবে কোন কাজ করতে দেওয়া যায় না।

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত বাংলা শ্রেণীকক্ষের বাধাসমূহ উত্তোরণের উপায় : অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রধান বাধা। তবে বিশেষ কৌশল অবলম্বনে এই বাধাসমূহ দূর করা যেতে পারে। যেমন–

- এককভাবে ও জোড়ায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির নিম্নরূপ কৌশলগুলো ব্যবহার করা- যেমন ব্রেইনস্টর্মি, মাইন্ড ম্যাপিং, ভিজ্যুয়ালাইজেশন, সম্মতি-অসম্মতি, কেইস স্টাডি, অনুক্রমে সাজানো, তুলনাকরণ, সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ, তালিকা প্রস্তুতকরণ ও ব্লাকবোর্ডে সার-সংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি।
- দলগত কাজ দেবার ক্ষেত্রে প্রতি দুই সারির পর ফাঁকা জায়গা রাখা এবং ঐ দুই সারির শিক্ষার্থীদেরকে মুখোমুখী বসানো। এতে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে যাবার সুযোগ পাবেন এবং শ্রেণীর কাজ পর্যবেক্ষণ সুবিধাজনক হবে।
- শ্রেণীতে দীর্ঘ বক্তৃতা না রেখে মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা রাখা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের প্রতিটি কাজ প্রদানের পূর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার মাধ্যমে ঐ কাজের মূলকথা তুলে ধরা যেতে পারে এবং পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে।
- একটি নির্দিষ্ট পাঠের যে-সকল উদ্দেশ্য শ্রেণীতে পুরোপুরী অর্জিত হয়নি বলে মনে হয়– সেই উদ্দেশ্যসমূহের ভিত্তিতে নির্দেশিত পাঠ (শ্রেণীর বাইরের কাজ) নির্বাচন করে দেওয়া যেতে পারে।

মূল্যায়নঃ

১। শ্রেণী ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝায়?

২। শ্রেণী ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ভৌত ও মানবীয় উপাদানসমূহের বর্ণনা দিন।

৩। অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণীকক্ষের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন। এ ধরনের শ্রেণীতে উদ্ভূত সমস্যাসমূহের সমাধানে আপনি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন- বর্ণনা দিন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-১ : শ্রেণী ব্যবস্থাপনার স্বরূপ

ভৌত ব্যবস্থাপনা	মানবীয় ব্যবস্থাপনা
চকবোর্ড, হোয়াইট বোর্ড, আসবাবপত্র, আসন ব্যবস্থাপনা, আলো-বাতাস, শিখন পরিবেশ, পরিচ্ছন্নতা।	পাঠ পরিকল্পনা, কলাকৌশল, ভাষার ব্যবহার, প্রেষণা সৃষ্টি, নির্দেশনা, কণ্ঠস্বর, দৃষ্টিবিন্যাস, পায়চারী, পাঠের ধারাবাহিকতা, সময় বিন্যাস, নিয়ন্ত্রণ, শ্রেণী শৃঙ্খলা।

পর্ব-২ : অধিক শিক্ষার্থীর শ্রেণীকক্ষের প্রধান দিকসমূহ

উপাদান	প্রভাব
• শিক্ষকের কণ্ঠস্বর-	উচ্চস্বরে কথা বলতে হয়, ফলে ক্লান্তি আসে।
• শিক্ষকের নির্দেশনা-	শিক্ষার্থীরা অনেকসময় বুঝতে পারে না।
• পাঠদান পদ্ধতির নির্বাচন-	শিক্ষক সৃষ্টিশীল চিন্তা না করেই সহজ উপায় হিসেবে বক্তৃতা পদ্ধতি বেছে নেন।
• শিক্ষার্থীর আচরণ-	পাঠ বিচ্ছিন্ন হৈ চৈ, অমনোযোগ।
• শিক্ষার্থীদের পাঠে অংশগ্রহণ	সকলের অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।
• চার্ট, পোস্টার প্রভৃতি উপকরণ ব্যবহার-	পরিবেশিত তথ্য পিছনে বসা শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে না।
• সময় ব্যবস্থাপনা-	নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পাঠ শেষ করায় সমস্যা হয়।
• বোর্ড ও তার ব্যবহার-	বোর্ডে বড় আকৃতির অক্ষরে লিখতে হয়। সে ক্ষেত্রে বোর্ডটি যদি ছোট হয় তাহলে আরও সমস্যা।
• শিক্ষার্থীর মনস্তাত্ত্বিক দিক-	প্রেষণা জাগানো যায় না, ক্লান্তিবোধ করে, অমনোযোগী হয়ে পড়ে।
• গণতান্ত্রিক আচরণ-	প্রদর্শন করা যায় না, সবার প্রতি সমান নজর দেওয়া যায় না।

• মূল্যায়ন-	শিক্ষার্থীর অর্জন যাচাইয়ে সমস্যা হয়। গতানুগতিক পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা সমস্যা হয়।
• অংশগ্রহণমূলক শিখন-	দলীয় কাজে সমস্যা দেখা দেয়। অংশগ্রহণমূলক শিখনে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়।
• নিয়মানুবর্তিতা-	অনুসরণ করা যায় না।
• শ্রেণী শৃঙ্খলা-	বজায় রাখা যায় না, কোলাহল পূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

পর্ব-৩ : অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ

১. শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা এমনভাবে করা যাতে স্থান পরিবর্তন না করেও একক/জোড়ায়/দলে কাজ করানো যায়।
২. স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট করে কাজের নির্দেশনা প্রদান ও শর্তাবলী (সময়, কাজ, কাজের ধারা) উল্লেখ করা।
৩. দুই বেঞ্চের শিক্ষার্থীদেরকে মুখোমুখী বসিয়ে দল গঠন করা।
৪. সকল কাজের সময়েই দৃষ্টিকে পুরো শ্রেণীতে বিন্যস্ত রাখা।
৫. গ্রাউন্ড রোল সুনির্দিষ্ট করে পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণীকক্ষের চারপাশে আটকিয়ে রাখা।
৬. দীর্ঘ বক্তৃতার পরিবর্তে মাঝে মাঝে ২/৩ মিনিটের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান।
৭. একক কাজের সূত্র ধরে জোড়ায়/দলীয় কাজ প্রদান।
৮. দলীয় কাজের উপস্থাপনায় একেক দিন একেকজনকে সুযোগ দেওয়া।
৯. মোটা অক্ষরে চকবোর্ডে/পোস্টার পেপারে লেখা।
১০. বিভিন্ন রঙের চক ব্যবহার করা।
১১. শ্রেণীকক্ষে প্রাণবন্ত এবং হাস্যোজ্জ্বল থাকা।

ইউনিট-৪ **অধিবেশন-২০**

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত বাংলা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখনে সহযোগিতামূলক দক্ষতা

বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর শ্রেণীকক্ষের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছাত্র সংখ্যার আধিক্য। ছাত্রসংখ্যার আধিক্যের কারণে শ্রেণীকক্ষে সুষ্ঠু পাঠদান অনেক ক্ষেত্রেই ব্যহত হতে পারে। পাঠে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু পাঠদানের আধুনিক কিছু কলা-কৌশলের ব্যবহার উক্ত সমস্যার সমাধানে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। এই লক্ষ্যে অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত বাংলা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখনের ক্ষেত্রে সহযোগিতার যেসব কৌশল ব্যবহৃত হতে পারে তা-ই আমরা এই অধিবেশনে আলোচনা করবো।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অধিক শিক্ষার্থীর ক্লাসে ব্যবহৃত শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখনে সহযোগিতার বিভিন্ন কৌশলের নামোল্লেখ করতে পারবেন।
- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখনে সহযোগিতার বিভিন্ন কৌশলের বাস্তবায়নপন্থা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-১ : শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখনের স্বরূপ

যে শিখন পরিবেশে শিক্ষার্থীর ভূমিকাই মূখ্য থাকে- এক কথায় তাকেই শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন বলা যায়। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষক কেবল কাজের পরিকল্পনা করেন এবং পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটান। পরিকল্পনার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে কাজ করে এবং কাজ করতে গিয়ে নিজস্ব চিন্তা প্রয়োগ করে সমাধানের পথ খুঁজে বের করে নেয়। শ্রেণীতে কাজের সময় তারা প্রয়োজন হলে শিক্ষকের দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করে বা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সমস্যা সমাধান করে থাকে।

নিচে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখনে শিক্ষকের করণীয় বিষয়ক কিছু বক্তব্য উল্লিখিত আছে। আপনি চিন্তা করে কথাগুলোকে কাজের ধারা অনুসারে ক্রমান্বয়ে সাজান-

- শিক্ষার্থীদের কাজ তদারকি করা।
- শিক্ষার্থীদেরকে সমস্যা সমাধানের সুযোগ করে দেওয়া।

- দল/জোড়া/এককভাবে কাজ করার নির্দেশনা দেওয়া।
- কাজের সময় সঠিক দিক নির্দেশনা দেওয়া।
- পাঠসংশ্লিষ্ট একটি সমস্যামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা।
- সঠিক উত্তর উপস্থাপন করা।

পর্ব-২ : অধিক শিক্ষার্থীর শিখনে সহযোগিতার বিভিন্ন কৌশল

আধুনিক শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষককে একজন মালী আর শিক্ষার্থীদেরকে চারাগাছ হিসেবে কল্পনা করা হয়। মালীর কাজ হচ্ছে চারাগাছের উপযুক্ত যত্ন নেওয়া। শ্রেণী শিক্ষাদানে একজন শিক্ষকও চারাগাছরূপী শিক্ষার্থীদের যত্ন নিবেন; তাদেরকে শিখনমূলক বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করবেন। এই সহযোগিতার ধরণ নির্বাচিত পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হতে পারে। বাংলা পাঠদানের ক্ষেত্রে সহযোগিতার ধরনে আরো বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে গদ্য ও কবিতা পাঠদানের ক্ষেত্রে কবি/লেখক পরিচিতি, আদর্শ পাঠ, সরব পাঠ, শব্দার্থ শেখানো, পাঠ বিশ্লেষণ প্রভৃতি উপধাপে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কৌশলে শিক্ষার্থীদেরকে সহযোগিতা করতে হয়।

নিচে কবিতা পাঠদানের উপধাপ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সহযোগিতার কৌশল উল্লিখিত আছে। গভীরভাবে চিন্তা করে ডান পাশের তথ্যের সাথে বাম পাশের তথ্য দাগ টেনে মিলান-

উপধাপ	সহযোগিতার কৌশল
কবি পরিচিতি-	• অর্থ-না-জানা শব্দ উল্লেখ করতে বলা ও পরে শিক্ষার্থীদেরকে দিয়েই অর্থ বলানো ও লিখে দেওয়া।
আদর্শ পাঠ-	• পরিচিতিমূলক অংশ পড়ে তথ্যছক তৈরি করতে বলা ও সহযোগিতা প্রদান।
সরব পাঠ-	• শিক্ষার্থীদের কাজ শ্রেণীতে উপস্থাপন করানো ও প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা।
শব্দার্থ শেখানো-	• সবক্ষেত্রে পুরো পাঠের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা।
পাঠ বিশ্লেষণ-	• পাঠের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে প্রশ্ন/কাজ দেওয়া।
কাজ প্রদান-	• পর্যায়ক্রমে ৩/৪ জনকে দিয়ে পুরো পাঠ একবার পড়ানো ও ত্রুটি সংশোধন করে দেওয়া।
ফলাবর্তন-	• নির্বাচিত অংশ সুন্দর করে আবৃত্তি করা ও শিক্ষার্থীদেরকে বই দেখে অনুসরণ করতে বলা।

পর্ব-৩ : সহযোগিতার বিভিন্ন কৌশলের বাস্তবায়ন

শিক্ষাদান বাস্তবিকই একটি জটিল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াকে সহজ, সাবলীল ও আকর্ষণীয় করার জন্য শিক্ষক শ্রেণীতে বিবিধ পদ্ধতি ও কলা-কৌশল ব্যবহার করে থাকেন। পদ্ধতি ও কৌশলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কৌশল হচ্ছে পদ্ধতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বা সহায়ক শক্তি। একই কৌশল বিভিন্ন পদ্ধতিতেও ব্যবহৃত হতে পারে। আবার একটি বিশেষ কৌশল যখন শ্রেণীর কাজে অধিক সময় ধরে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে পদ্ধতিও বলা যায়। অংশগ্রহণমূলক শ্রেণী পাঠদানে বস্তুত কৌশলের আশ্রয়ে শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করা হয়। তাই এখানে পাঠদানের কৌশলকে সহযোগিতার কৌশল হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সহযোগিতার এই কৌশল বাস্তবায়নে শিক্ষককে সবসময় সচেতনতার সাথে ধারাবাহিকভাবে কাজে অগ্রসর হতে হয়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিচে বাম পাশে শিক্ষণের কিছু কৌশলের নাম এবং ডান পাশে কৌশল বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার নাম এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে। আপনারা চিন্তা করে নির্দিষ্ট কৌশলের সাথে সম্পৃক্ত প্রক্রিয়া দাগ টেনে মিলান অথবা কৌশলের ডানে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ার নম্বরটি বসান।

কৌশল	সঠিক প্রক্রিয়ার নম্বর	প্রক্রিয়া
১. ত্রুটি শনাক্তকরণ		১. পৃষ্ঠার মাঝখানে শিরোনাম লিখে বৃত্তাবদ্ধ করে চারপাশে সম্পর্কিত শব্দ লিখন।
২. শ্রেণীকরণ		২. এলোমেলোভাবে মিশ্রিত একগুচ্ছ তথ্যকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিভক্তিকরণ।
৩. বৈষম্য অনুসন্ধান		৩. দুটি পরস্পরবিরোধী বিষয়ের তুলনা করে পার্থক্য নিরূপণ ও বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন।
৪. কেইস স্টাডি		৪. ভুল তথ্য সন্নিবেশিত বিবৃতি পড়ে তা সংশোধন করা।
৫. সমস্যা সমাধান		৫. চোখ বন্ধ করে নির্দেশ মোতাবেক পাঠ-সংশ্লিষ্ট কিছু দৃশ্য স্মরণ করে পরে চোখ খুলে সঙ্গীর সাথে মত বিনিময় করে উপস্থাপিত সমস্যার সমাধান নির্ধারণ।
৬. মাইন্ড ম্যাপিং		৬. গল্পধর্মী অনুচ্ছেদ পড়ে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা।
৭. ভিজ্যুয়ালাইজেশন		৭. উপস্থাপিত সমস্যার আলোকে চিন্তা করে সমাধানের উপায় নির্ধারণ।

কৌশল	সঠিক প্রক্রিয়ার নম্বর	প্রক্রিয়া
৮. ব্রেইন স্টর্মিং		৮. পাঠের মৌলিক দিকগুলো অল্প কথায় ৩-৫ মিনিটে উপস্থাপন।
৯. তালিকা প্রস্তুতকরণ		৯. বিভিন্ন ইস্যুর আলোকে দু'টি বিষয়ের তুলনা করা।
১০. সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা		১০. পাঠসংশ্লিষ্ট কোন দিকে গভীরভাবে চিন্তা করে ঐ দিকের প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধান।
১১. ওয়াকিং ওয়াল		১১. দেয়ালে টানানো প্রশ্নের উত্তর দলে ঘুরে ঘুরে লিখা।
১২. চকবোর্ডে সার-সংক্ষেপ তৈরি		১২. শ্রেণীকৃত তথ্য সাজিয়ে লেখা।
১৩. বিষয়গত বাক্যগঠন		১৩. কোন একটি ইস্যুর সুবিধা এবং অসুবিধাসমূহ শনাক্ত করা।
১৪. সুবিধা-অসুবিধা নির্ণয়		১৪. মূলশব্দগুলো দিয়ে পাঠের বিষয়বস্তু/তথ্যনির্ভর বাক্য গঠন করা।
১৫. তুলনাকরণ		১৫. পুরো পাঠের মূলশব্দগুলো বোর্ডে পরিকল্পনামত ধারাবাহিকভাবে লিখা।

ইউনিট-৪ **অধিবেশন-২০**

মূল শিখনীয় বিষয়

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত বাংলা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখনে সহযোগিতামূলক দক্ষতা।

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন : শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন এমন এক ধরনের শিখন প্রক্রিয়া যাতে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর সামনে পাঠসংশ্লিষ্ট একটি সমস্যামূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়; শিক্ষার্থীদেরকে সমস্যা সমাধানের সুযোগ করে দেওয়া হয়; শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে কাজের সুযোগ পায়; শিক্ষার্থীর স্থায়ী ও অর্থপূর্ণ শিখন হয়; শিক্ষার্থীরা দলে/জোড়ায়/এককভাবে কাজ করার মধ্য দিয়ে শিখে; শিক্ষণে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির ব্যবহার হয়; শিক্ষক শ্রেণীতে কেবল শিক্ষার্থীদেরকে দিক নির্দেশনা দেন এবং তাদের কাজের তদারকী করেন।

বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা: শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা নিম্নরূপ:

- পদ্ধতি উপযোগী কর্মপন্থা নির্ধারণ করা;
- দলীয় কাজের ক্ষেত্রে যৌক্তিক পন্থায় দল গঠন করে দেওয়া;
- পাঠ উপস্থাপনের প্রতিটি ধাপের জন্য নির্বাচিত কৌশল অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কর্মপত্র, উপকরণ, সহায়ক সামগ্রী সরবরাহ করা;
- সমস্যা সমাধানের কাজে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেওয়া;
- শিক্ষার্থীদের উপস্থাপিত তথ্যের অসম্পূর্ণতা বা দুর্বলতা ফলাবর্তনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ করে দেওয়া।

সম্ভাব্য সুবিধাসমূহ: শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন পরিস্থিতি নিশ্চিত করতে পারলে শ্রেণীকক্ষে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যেমন-

- পাঠ গ্রহণে শিক্ষার্থীদের মাঝে কর্মতৃপ্তির বোধ আসে বলে তাদের ক্লান্তি, বিরক্তি, অবসাদ খুব সহজেই দূর করা যায়;
- শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীকে একই সাথে সহজে কর্মতৎপর রাখা যায়;
- শিক্ষকের শ্রম লাঘব হয়;
- শিক্ষার্থীদের অর্জন সাথে সাথে পরিমাপ করা যায়;
- বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পাঠে অগ্রসর হওয়া যায়;
- সামষ্টিক চিন্তার সমন্বয় সাধন করে সমৃদ্ধ ধারণা গঠন করা যায়।

সহযোগিতার বিভিন্ন কৌশল : শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখনের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক সহযোগিতায় নিম্নবর্ণিত কৌশলসমূহ ব্যবহার করতে পারেন।

১। সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা :	১। সর্বোচ্চ ১০ মিনিটের বক্তৃতা প্রদান ২। শিক্ষার্থীদের সাড়া আহ্বান অথবা জোড়ায় / ছোট দলে আলোচনা করতে বলা।
২। ব্রেইন স্টর্মিং :	১। পাঠের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে তুলে ধরা / পাঠের উপ-শিরোনামসমূহ উল্লেখ করা। ২। শিক্ষার্থীদেরকে স্বত:স্ফূর্তভাবে পাঠ সম্পর্কিত ধারণা / উদাহরণ / প্রধান প্রধান শব্দ বলতে বলা। ৩। তাদের উল্লিখিত সকল তথ্য গ্রহণ করা ও বোর্ডে লিখা।
৩। তালিকা প্রস্তুতকরণ :	১। পাঠ সংশ্লিষ্ট ৮/১০টি উদাহরণের / তথ্যের তালিকা তৈরি করতে বলা। ২। উদাহরণগুলো এক এক করে উল্লেখ করতে বলা (দ্বিরুক্ত না করে) ৩। বোর্ডে একটি সমন্বিত তালিকা প্রস্তুত করা।
৪। মাইন্ড ম্যাপিং :	১। পাঠের শিরোনাম অবহিত করা। ২। একক/জোড়ায়/দলগতভাবে চিন্তা করতে বলা। ৩। পৃষ্ঠার মাঝখানে শিরোনামের মূলকথাটি লিখে তার চারপাশে এ সম্পর্কিত উপ-ধারণাগুলো সুবিন্যস্ত আকারে লেখা।
৫। ভিজ্যুয়ালাইজেশন :	১। চোখ বন্ধ করতে বলা। ২। ক্লান্ত, ধীর-স্থিরভাবে শিক্ষার্থীদেরকে বিষয়সংশ্লিষ্ট কিছু দৃশ্য স্মরণ/কল্পনা করতে বলা। ৩। পরিমিত বাচনভঙ্গিতে/মোলায়েম স্বরে কিছু অতিরিক্ত অনুপ্রেরণা যোগানো। ৪। প্রতিটি ধারণা গঠনের জন্য অল্প কিছু সময় বরাদ্ধ করা এবং পরে অন্য বিষয়ে যাওয়া। ৫। এভাবে প্রশিক্ষণার্থীরা তৈরি হয়ে গেলে তাদের চোখ খুলতে বলা। ৬। সঙ্গীর সাথে ধারণা সম্পর্কে মতবিনিময় করতে বলা।
৬। ওয়াকিং ওয়াল :	১। পাঠের শিরোনামের উপর ৬/৭টি প্রশ্ন লিখে কক্ষের চার পার্শ্বের দেওয়ালে সেঁটে দেওয়া।

	২। শিক্ষার্থীদেরকে দলে/জোড়ায় এক প্রশ্ন থেকে আরেক প্রশ্নের কাছে যেতে এবং আলোচনা করতে বলা।
৭। কেইস স্টাডি :	১। পাঠ সংশ্লিষ্ট ৩/৪টি 'গল্পকথা' Case Studies (যা মানবীয় দিক সম্পৃক্ত) উপস্থাপন। (যেমন- অধিক শিক্ষার্থীদের শ্রেণীতে পাঠদানে সমস্যাগ্রস্থ একজন শিক্ষক, বাংলা শিক্ষাদানের সমস্যা, পদ্ধতি ইত্যাদি।) ২। শিক্ষার্থীদেরকে গল্পটি পড়তে বলা। ৩। দলে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে বলা।
৮। সমস্যা সমাধান :	১। শিক্ষার্থীদের সামনে একটি সমস্যা তুলে ধরা। ২। এ প্রেক্ষিতে সমাধানের লক্ষ্যে তারা কী করতে পারে তা আলোচনা করে বের করতে বলা।
৯। অনুক্রমে সাজানো :	১। শিক্ষণ সম্পর্কিত কোন প্রক্রিয়া অথবা পরীক্ষণের ধাপসমূহ তালিকাবদ্ধ করা। ২। ধাপগুলো এলোমেলোভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করা। ৩। দলে/জোড়ায় চিন্তা করে প্রক্রিয়াটিকে অনুক্রমে সাজাতে বলা।
১০। গুরুত্বের অনুক্রমে সাজানো :	১। পাঠের বিভিন্ন দিক সমন্বিত করে একটি তালিকা তৈরি করা। ২। শিক্ষার্থীদেরকে জোড়ায় কাজ করে তালিকার উপাত্ত সমূহকে গুরুত্বের বিবেচনায় সাজাতে বলা। ৩। অন্য জোড়ার তৈরিকৃত তালিকার সাথে মিলাতে বলা।
১১। তুলনামূলক বৈষম্য অনুসন্ধান :	১। যে কোন একটি শিক্ষাদান পদ্ধতির/বিষয়ের দু'টি পরস্পর বিরোধী উদাহরণ (একটি ভাল, একটি মন্দ, সুশৃংখল/বিশৃঙ্খলভাবে ব্লাকবোর্ড পরিকল্পনা) শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন। ২। শিক্ষার্থীদেরকে জোড়ায় চিন্তা করে উদাহরণ দুটোর তুলনা করে বৈষম্যসমূহ/পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করতে বলা। একাজে তারা তাদের বক্তব্যের পক্ষে পছন্দের কারণ ব্যাখ্যা করে পার্থক্য চিহ্নিত করবে।
১২। সুবিধা অসুবিধা :	১। একটি শিক্ষাদান পদ্ধতি/কৌশলের সুবিধা বা অসুবিধাসমূহ শিক্ষার্থীদেরকে জোড়ায় বা দলে

	আলোচনা করতে বলা। ২। তারা সুবিধাসমূহের একটি তালিকা এবং অসুবিধাসমূহের একটি তালিকা তৈরি করে ক্লাসে উপস্থাপনের মাধ্যমে ফলাবর্তন দিবে।
১৩। সত্য-মিথ্যা :	১। বিষয় সংশ্লিষ্ট কিছু সংখ্যক বিবৃতি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা। ২। বিবৃতিগুলো সত্য-না-কি মিথ্যা তা শিক্ষার্থীদেরকে দলে/জোড়ায় চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে বলা।
১৪। ত্রুটি শনাক্তকরণ :	১। ভুল তথ্য সন্নিবেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে কোন অনুচ্ছেদ অথবা কোন প্রদর্শনী অথবা কোন উপস্থাপনা তুলে ধরা। ২। শিক্ষার্থীদেরকে ত্রুটিগুলো শনাক্ত করতে এবং সংশোধনের প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে বলা।
১৫। শ্রেণীকরণ :	১। শিক্ষার্থীদের কাছে এলোমেলোভাবে মিশ্রিত একগুচ্ছ তথ্য উপস্থাপন করা। ২। জোড়ায়/দলে চিন্তা করে এগুলোকে শ্রেণীকরণ করতে বলা।
১৬। তালিকা প্রস্তুতকরণ :	১। শিক্ষার্থীদেরকে দলগতভাবে পঠিত বিষয়ের মূলকথা/মূলনীতিগুলো তালিকা আকারে চিহ্নিত করতে বলা। ২। তারা চিন্তা করে মূলনীতিগুলোর ব্যাখ্যা দিবে। যেমন- অধিক শিক্ষার্থীর শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনার ১০টি মূলনীতি এখন আমরা বিশ্বাস করি- নীতিগুলো হচ্ছে.... ১, ২, ৩, ৪.....
১৭। ব্লাকবোর্ডে সারসংক্ষেপ প্রস্তুত :	১। একটি নির্দিষ্ট কার্যক্রমে/সমস্যায় (activity) নিজের মত করে উত্তর/সমাধানগুলো বিবেচনা করতে বলা। ২। এই উত্তরগুলো কীভাবে বোর্ডে সংগৃহিত হবে তার পরিকল্পনা করা। ৩। উত্তরগুলো লিখিত হলে বোর্ডটি কীরকম দেখাবে তারও একটি পরিকল্পনা মাথায় রাখা। ৪। শ্রেণীতে দলের কাছ থেকে উত্তরগুলো গ্রহণ করা ও বোর্ডে লেখা।

মূল্যায়নঃ

১। শিখনে সহযোগিতা বলতে কী বুঝায়? শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখনে সহযোগিতার আবশ্যকতা কী?

২। অধিক শিক্ষার্থীর ক্লাসে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতামূলক বিভিন্ন কৌশলের নাম লিখুন।

৩। পাঠদানে সহযোগিতামূলক কৌশলের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের করণীয়সমূহ আলোচনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর :

পর্ব-১

- দল/জোড়া/এককভাবে কাজ করার নির্দেশনা দেওয়া।
- পাঠসংশ্লিষ্ট একটি সমস্যামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা।
- শিক্ষার্থীদেরকে সমস্যা সমাধানের সুযোগ করে দেওয়া।
- কাজের সময় সঠিক দিক নির্দেশনা দেওয়া।
- শিক্ষার্থীদের কাজ তদারকি করা।
- সঠিক উত্তর উপস্থাপন করা।

পর্ব-২

উপধাপ	সহযোগিতার কৌশল
কবি পরিচিতি-	• পরিচিতিমূলক অংশ পড়ে তথ্যছক তৈরি করতে বলা ও সহযোগিতা প্রদান।
আদর্শ পাঠ-	• নির্বাচিত অংশ সুন্দর করে আবৃত্তি করা ও শিক্ষার্থীদেরকে বই দেখে অনুসরণ করতে বলা।
সরব পাঠ-	• পর্যায়ক্রমে ৩/৪ জনকে দিয়ে পুরো পাঠ একবার পড়ানো ও ত্রুটি সংশোধন করে দেওয়া।
শব্দার্থ শেখানো-	• অর্থ-না-জানা শব্দ উল্লেখ করতে বলা ও পরে শিক্ষার্থীদেরকে দিয়েই অর্থ বলানো ও লিখে দেওয়া।
পাঠ বিশ্লেষণ-	• সংক্ষেপে পুরো পাঠের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা।
কাজ প্রদান-	• পাঠের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে প্রশ্ন/কাজ দেওয়া।
ফলাবর্তন-	• শিক্ষার্থীদের কাজ শ্রেণীতে উপস্থাপন করানো ও প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা।

পর্ব-৩ :

কৌশল	প্রক্রিয়া
১. ত্রুটি শনাক্তকরণ	১. ভুল তথ্য সন্নিবেশিত বিবৃতি পড়ে তা সংশোধন করা।
২. শ্রেণীকরণ	২. এলোমেলোভাবে মিশ্রিত একগুচ্ছ তথ্যকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিভক্তিকরণ।
৩. বৈষম্য অনুসন্ধান	৩. দুটি পরস্পরবিরোধী বিষয়ের তুলনা করে পার্থক্য নিরূপণ ও বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন।
৪. কেইস স্টাডি	৪. গল্পধর্মী অনুচ্ছেদ পড়ে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা।
৫. সমস্যা সমাধান	৫. উপস্থাপিত সমস্যার আলোকে চিন্তা করে সমাধানের উপায় নির্ধারণ।
৬. মাইন্ড ম্যাপিং	৬. পৃষ্ঠার মাঝখানে শিরোনাম লিখে বৃত্তাবদ্ধ করে চারপাশে সম্পর্কিত শব্দ লিখন।
৭. ভিজ্যুয়ালাইজেশন	৭. চোখ বন্ধ করে নির্দেশ মোতাবেক পাঠ-সংশ্লিষ্ট কিছু দৃশ্য স্মরণ করে পরে চোখ খুলে সঙ্গীর সাথে মত বিনিময় করে উপস্থাপিত সমস্যার সমাধান নির্ধারণ।
৮. ব্রেইন স্টর্মিং	৮. পাঠসংশ্লিষ্ট কোন দিকে গভীরভাবে চিন্তা করে ঐ দিকের প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধান।
৯. তালিকা প্রস্তুতকরণ	৯. শ্রেণীকৃত তথ্য সাজিয়ে লেখা।
১০. সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা	১০. পাঠের মৌলিক দিকগুলো অল্প কথায় ৩-৫ মিনিটে উপস্থাপন।
১১. ওয়াকিং ওয়াল	১১. দেয়ালে টানানো প্রশ্নের উত্তর দলে ঘুরে ঘুরে লিখা।
১২. চকবোর্ডে সার-সংক্ষেপ তৈরি	১২. পুরো পাঠের মূলশব্দগুলো বোর্ডে পরিকল্পনামত ধারাবাহিকভাবে লিখা।
১৩. বিষয়গত বাক্যগঠন	১৩. মূলশব্দগুলো দিয়ে পাঠের বিষয়বস্তু/তথ্যনির্ভর বাক্য গঠন করা।
১৪. সুবিধা-অসুবিধা নির্ণয়	১৪. কোন একটি ইস্যুর সুবিধা এবং অসুবিধাসমূহ শনাক্ত করা।
১৫. তুলনাকরণ	১৫. বিভিন্ন ইস্যুর আলোকে দু'টি বিষয়ের তুলনা করা।

ইউনিট-৪ **অধিবেশন-২১**

শ্রেণীকক্ষে মান ভাষার ব্যবহার

পৃথিবীর প্রতিটি ভাষারই প্রায় তিনটি রূপ রয়েছে,যথা:সাধুবীতি, চলিত রীতি ও আঞ্চলিক রীতি। এছাড়াও প্রতিটি ভাষাতেই আবার লিখিত ও মৌখিক উভয় ক্ষেত্রেই একটি আদর্শ রীতি কল্পনা করা হয়। সাধারণভাবে আদর্শ মানের এই ভাষারীতি টিকেই মান ভাষা বলা যায়। এই অধিবেশনে আমরা এই মান ভাষার বিভিন্ন দিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি –

- মান ভাষার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে পারবেন।
- শ্রেণীকক্ষে মান ভাষায় পাঠদানের গুরুত্ব নিরূপণ করতে পারবেন।
- মান ভাষা ব্যবহারের দক্ষতাবৃদ্ধির কৌশলসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-১ : মান ভাষার স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য

মান ভাষা আদর্শ মানের ভাষা। একটি সুসংহত বিধিবদ্ধ নিয়ম মান ভাষা সর্বদা মেনে চলে। মানভাষা বৃহৎ জনসমাজে ব্যবহৃত ভাষা। মান ভাষা রাষ্ট্রের ভাষিক দায়িত্ব পালন করে। মান ভাষায় রয়েছে নমনীয় সুস্থিতি। ফলে সংস্কৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে মান ভাষা উৎকর্ষ রূপ ধারণ করে।

মান ভাষা মননীকরণের ভাষা। দৈনন্দিন জীবনের আলাপ আলোচনা থেকে শুরু করে জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল কিছুই এই ভাষায় প্রকাশিত হতে পারে। মান ভাষা জাতীয় সংহতি রক্ষা করতে পারে।

বাংলা ভাষার আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় উনিশ শতকে। এই প্রক্রিয়ায় বিচিত্র উপভাষারাশি সংহত রূপ পায়। পরবর্তীতে এই সংহতরূপ বিধিবদ্ধ হয়ে সুস্থিত মানসম্পন্ন মান ভাষা নামে আত্মপ্রকাশ করে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ দু'টির ভিত্তিতে মান ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহকে নিম্নবর্ণিত ছকে প্রকাশ করুন।

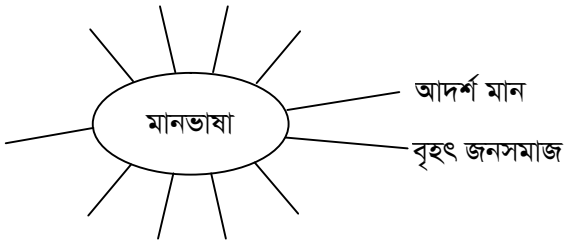

পর্ব-২ : মান ভাষায় পাঠদানের গুরুত্ব

শিক্ষকতা একটি শিল্প। এই শিল্পের প্রধান সহায়ক শক্তি হচ্ছে মৌখিক ভাষা ব্যবহার। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক যদি আদর্শ মানের ভাষা ব্যবহার করেন তাহলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে খুব সহজেই উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, বিষয়বস্তুর অর্থ স্পষ্ট হয়। উপস্থাপিত তথ্য শিক্ষার্থীদের কাছে জীবন্ত বলে মনে হয়।

প্রিয় শিক্ষার্থী, আসুন আমরা মান ভাষায় পাঠদানের গুরুত্ব নিচের ছকে লিখতে চেষ্টা করি:

ক্রম	মানভাষার গুরুত্ব

পর্ব-৩ : মান ভাষার দক্ষতা

ভাষার ব্যবহারিক দক্ষতা শোনা, বলা, পড়া এবং লেখা – এই চারটি দিকের সাথে সম্পৃক্ত। কাজেই মান ভাষা ব্যবহারে শিক্ষার্থীর দক্ষতা বৃদ্ধি করতে চাইলে শিক্ষকের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ অবশ্যই ঐ চারটি বিষয়কেই অবলম্বন করে নিতে হবে। চিত্তাকর্ষক রূপে পাঠ উপস্থাপনা, আঞ্চলিকতামুক্ত ভাষা ব্যবহার, স্পষ্ট উচ্চারণ, কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিকতা, বিষয় অনুযায়ী ভাষা নির্বাচন, সুন্দর বাচনভঙ্গির অনুশীলন, সরস উপস্থাপনা, গল্প বলা, বিতর্ক, কবিতা আবৃত্তি, সরব পাঠ, আদর্শ পাঠ, সমস্বরে পাঠ প্রভৃতির আয়োজন শিক্ষার্থীর ভাষা-দক্ষতা অর্জন ও বিকাশে

প্রত্যক্ষভাবে ইতিবাচক প্রভাব রাখে। আর এসব আয়োজনে যদি মান ভাষার যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত হয় তাহলেই ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীরা মান ভাষা ব্যবহারে সুদক্ষ হয়ে উঠতে পারে।

ভাষা-কলার নিম্নবর্ণিত দক্ষতার ব্যবহারিক প্রয়োগের সময় বিষয় শিক্ষককে যেসব দিক খেয়াল রাখা উচিত বলে আপনি মনে করেন – তা নিচের ছকে লিখুন (উদাহরণ হিসেবে ১টি করে উল্লিখিত আছে।)

শোনা ও বলার দক্ষতা	পড়ার দক্ষতা	লেখার দক্ষতা
• স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলা ও বলানো। • • • •	• কণ্ঠস্বরের ওঠানামার প্রতি দৃষ্টি রাখা। • • • •	• মান ভাষায় সৃষ্টিশীল রচনা লিখতে দেওয়া। • • • •

ইউনিট-৪ **অধিবেশন-২১**

মূল শিখনীয় বিষয়

শ্রেণীকক্ষে মান ভাষার ব্যবহার

কোন জাতি বা রাষ্ট্রের সমস্ত ভাষিক দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ ভাষাকে চিহ্নিত করা যায় মান ভাষা রূপে। পাল গারভিন ও মেডেলিন ম্যাথিঅট (১৯৫৯) মান ভাষার নিম্নরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন:

"যে বিধিবদ্ধ ভাষিক রূপ, বৃহৎ কোন ভাষা সমাজ কর্তৃক গৃহীত ও আদর্শ কাঠামোরূপে ব্যবহৃত, তাই মান ভাষা।"

এই সংজ্ঞা নির্দেশ করছে যে, মান ভাষার রূপ বা প্রণালি বিধি-বদ্ধ হতে হবে, বৃহৎ কোন ভাষা সমাজের আপন ভাষারূপে গৃহীত হতে হবে এবং সমস্ত ক্ষেত্রে ঐ আদর্শ রূপটিকেই শুদ্ধতার নিয়ামক রূপে গণ্য করতে হবে।

উদাহরণ :

"কিছুদিন না বেরুতে পারলে আমার মনে হয় গাছ পাথর হয়ে যাচ্ছি। তুমি জানতেও পারবে না, চলমান জগৎ কখন তোমাকে চিঁড়ে চ্যাপ্টা করে রেখে যাবে। তুমি খাচ্ছ দাচ্ছ চাকরি করছ ভাবছ বুঝি দিব্যি বেঁচে আছ। কিন্তু যারা তোমার কাছাকাছি আসবে, তারা মরা মানুষের বাসি গন্ধ পাবে। ঘুরে যে বেড়ায় তার গা থেকে তাজা ঘাসের মত টাটকা জীবনের সুরভী বেরোয়। ভ্রমণ জীবনের লবণ, আর লাবনি]।

মানুষ না হয়ে সাপ হলুম না কেন যে? বছর বছর দিব্যি খোলস পাল্টানো যেত। এ খোলসটা আর যে সৈহ্য হচ্ছে না! কিন্তু ছাড়ি কেমন করে? প্রতিটি ভ্রমণে একটু করে খোলস ছাড়ার চেষ্টা।"

-নবনীতা দেবসেন

মান ভাষার বৈশিষ্ট্য

ম্যাথিসিউথ (১৯৩২) ও হাভরানেক (১৯৩২) মান ভাষার অন্তর ও সহজাত বৈশিষ্ট্য হিসেবে দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন –

১। নমনীয় সুস্থিতি (ফ্লেকসিবল স্ট্যাবিলিটি)

২। মননীকরণ (ইনটেলেকশুয়ালাইজেশন)

নমনীয় সুস্থিতি বলতে বোঝায় – মান ভাষা যথোপযুক্তভাবে বিধিবদ্ধ হয়ে সুস্থিত হবে, কিন্তু ঐ বিধিবিধান হবে নমনীয় যাতে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সাথে তার আরো উৎকর্ষসাধন সম্ভব হয়। মননীকরণ বলতে বোঝানো হয় এমন একটি বৈশিষ্ট্যকে, যা ভাষাকে দৈনিক আলাপের ভাষা থেকে বিজ্ঞান চর্চার ভাষায় পরিণত করার শক্তি দেয়।

পালগারভিন ও মেডেলিন ম্যাথিঅট মানভাষার চার রকম ভূমিকা নির্দেশ করেন :

সংহতি সাধক : একগুচ্ছ উপভাষা এলাকাকে একটি মান ভাষা এলাকায় সংহত করাই ভাষার সংহতি সাধক ভূমিকা।

স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক : প্রতিবেশী ভাষা সমাজের সাথে নিজের সমাজের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশই স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক ভূমিকা।

মর্যাদা জ্ঞাপক : মান ভাষা তার ভাষীদের মর্যাদা এনে দেয়, প্রতিষ্ঠিত করে দেয় শক্তিমানদের মধ্যে, এটি হচ্ছে তার মর্যাদা জ্ঞাপক ভূমিকা।

আদর্শ রূপ নির্দেশক ভূমিকা : মান ভাষার আদর্শরূপ নির্দেশক ভূমিকা তার শুদ্ধতার মানরূপ নির্দেশ করে।

পালগারভিন ও মেডেলিন ম্যাথিঅট ভাষার মান অর্জনের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য তিন রকমের মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন –
১। মান ভাষার আন্তর বা সহজাত বৈশিষ্ট্য।
২। বিশেষ ভাষা সমাজে মান ভাষার ভূমিকা।
৩। মান ভাষা সম্পর্কে ভাষা সমাজের মনোভাব।

বাংলা মান ভাষার উৎপত্তি

মান বাংলা ভাষার বয়স এক শতাব্দীরও কম। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিশ্লিষ্টীকরণের ফলে উদ্ভূত প্রাকৃত ভাষা থেকে জন্ম নিয়েছিল অনেকগুলো উপভাষা। এই উপভাষা রাশি বাংলা ভাষার আদি, মধ্য, এমনকি আধুনিক যুগের একটি বড় কালব্যাপী ছিল, তখন তাদের ছিল না কোন মানরূপ। মানরূপের বিকাশ শুরু হয় মধ্যযুগে লিখিত পদ্য ও গদ্য সাহিত্যে। এই প্রক্রিয়া ছিল অত্যন্ত অসচেতন, তবু তাতেই উদ্ভূত হচ্ছিল সর্ববঙ্গীয় একটি ভাষারীতি, যাকে পরবর্তীকালে 'সাধু ভাষা' নামকরণ করা হয়। এটি ছিল ভাষার লেখ্য রীতি। এই রীতিটি বিচিত্র উপভাষা রাশিকে সংহত করে রূপ দেয় একটি বিধিবদ্ধ বাংলা ভাষায়।

ঊনিশ শতক থেকে শুরু হয় বাংলা ভাষার আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া। যার ফলশ্রুতিতে বাংলা ভাষা একটি সুস্থিত মানসম্পন্ন ও বহুলাংশে আধুনিক ভাষারূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে। মোটামুটিভাবে দু'শতকে একটি কৃষি সম্প্রদায়ের বহু আঞ্চলিক ভাষা বৈচিত্র্যের ভেতর থেকে আহরণ করা হয়েছে একটি প্রায় আধুনিক সমাজের মান ভাষা, যার নাম বাংলা।

মান ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার পার্থক্য :

মান ভাষা	আঞ্চলিক ভাষা
১। কোন জাতি বা রাষ্ট্রের সমস্ত ভাষিক (মুখের ভাষা ও লেখা সম্পর্কিত) দায়িত্ব পালন করতে মান ভাষার প্রচলন অপরিহার্য।	১। বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের ভাব বিনিময়ের মূল দায়িত্বটি পালন করে সে সব অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা।
২। মান ভাষা হচ্ছে একটি সুসংহত বিধিবদ্ধ ভাষিক রূপ।	২। আঞ্চলিক ভাষা নির্দেশ করে একটি অনুন্নত ভাষারূপ।
৩। মান ভাষা মর্যাদা জ্ঞাপক।	৩। আঞ্চলিক ভাষা মান ভাষার চেয়ে কিছুটা নিম্ন ও কম মর্যাদা সম্পন্ন।
৪। লেখায় এবং বলায় উভয় ক্ষেত্রেই এই ভাষা শুদ্ধতার নিয়ামকরূপে ব্যবহৃত হয়।	৪। আঞ্চলিক ভাষা হচ্ছে বিভিন্ন উপ-ভাষীদের পারস্পরিক যোগাযোগের কথ্য রূপ।

মান ভাষায় পাঠদান

শিশু তার জন্মের পর মা-বাবা, পরিবার পরিজন ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে যে ভাষা আয়ত্ত করে সেটা হচ্ছে তার আঞ্চলিক ভাষা। বিদ্যালয়ে আগমনের পর থেকে সে প্রমিত বা মানভাষা আয়ত্ত্ব করতে শুরু করে। তবে যারা শহরের পরিবেশে অথবা শিক্ষিত বাবা-মার সাহচর্যে লালিত তাদের মান ভাষার সাথে জন্মের পর থেকেই পরিচয় ঘটে। কিন্তু এদের সংখ্যা অতি নগণ্য। বেশিরভাগ শিশুই গ্রামে বা মফস্বলের পরিবেশে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত। তাদেরকে মান ভাষা শেখানোর দায়িত্বটা বিদ্যালয়কেই নিতে হয়।

শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের ভাষা কীরূপ হবে সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল :

শহরের শিশুদেরকে মানভাষা শিখানো তেমন কঠিন নয়, কিন্তু গ্রামের শিশুদেরকে মান ভাষা শিখাতে ভাষা শিক্ষককে যথেষ্ট শ্রম দিতে হয়। পাঠ্যবস্তু যদি আঞ্চলিক ভাষায় উপস্থাপন করা হয় তাহলে শিশু কখনোই পুস্তকের ভাষা বা মান ভাষা শিখবে না। কাজেই পাঠ্যবস্তু অবশ্যই মান ভাষায় উপস্থাপন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের কাছে যে শব্দগুলো একেবারেই অপরিচিত সেগুলো বুঝানোর জন্য ছবির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে, ক্ষেত্র বিশেষে আঞ্চলিক ভাষাও ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার যত কম করা যায়, ততই ভাল। ছাত্র-ছাত্রীদের মন একটি বিষয়ের প্রতি কীভাবে আকৃষ্ট হবে এবং সেই বিষয়ের উপস্থাপন কীরূপ চিত্তাকর্ষক হলে তাদের মন কাজ করবে, সেদিকে মনোযোগ দিলে মান ভাষায় পাঠ্যবস্তু উপস্থাপন করলেও তা তাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হবে না।

সর্বোপরি মান ভাষায় পঠন পাঠন ভাষার সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করে। মান ভাষা পাঠদান কাজকে আনন্দদায়ক ও অর্থপূর্ণ করে তোলে। শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা, আগ্রহ ও মনোযোগ বাড়ায়। মান ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়েই বাচনিক তৎপরতার ত্রুটি দূর করা যায়। মান-ভাষা-বোধ শিক্ষার্থীদেরকে ভাষাভিত্তিক আত্মপ্রকাশ ও বিকাশের (মৌলিক রচনা) পারঙ্গমতা বাড়িয়ে দেয়। শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত মিশ্রিত ভাষারীতির পরিশীলনে মান ভাষার ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

তাছাড়াও

- শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন স্তরের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে ভাষার মৌখিক রূপে দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং সুন্দর বাচন-ভঙ্গীর সাথে পরিচিত হতে পারে সে জন্যই প্রয়োজন মান ভাষার সুষ্ঠু ব্যবহার।
- মান ভাষার সঙ্গে ছাত্রদের সম্যক পরিচয় না ঘটলে বাংলা, অঙ্ক, বিজ্ঞান, সমাজ কোন পুস্তকই তাদের কাছে বোধগম্য হবে না।
- মান ভাষা আয়ত্ত্ব করতে পারলেই ছাত্ররা অধিকতর গ্রন্থ পাঠে আগ্রহী ও কৌতূহলী হয়ে উঠবে।
- ভাষার শুদ্ধরূপের অনুশীলন দ্বারা আত্মপ্রকাশের দক্ষতা অর্জন করেই মানুষ তার সামাজিক, মানবিক, শৈল্পিক এবং নৈতিক গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে পারে।

এসব ক্ষেত্রে কার্যকর ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে মান ভাষা ও শ্রেণী পাঠদানে তার সুষ্ঠু প্রয়োগ।

মান ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির কৌশল

শোনা ও বলার অনুশীলন : মান ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কৌশলসমূহ ব্যবহৃত হতে পারে। স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলা এবং বলানো; দ্বিধা সংকোচ এবং লাজুকতা পরিহার করা; শ্রুতলিপির অনুশীলন করানো; মান ভাষা ব্যবহারের শর্ত জুড়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে যে-কোন বিষয়ে (নির্ধারিত) আলোচনায়/বক্তৃতায় আহ্বান জানানো; একটি বিশেষ পরিস্থিতির অবতারণা করে এই বিষয়ের ভিত্তিতে এককভাবে চিন্তা করে মান ভাষায় শিক্ষার্থীদেরকে ডায়ালগ বলতে দেওয়া... ইত্যাদি।

পঠন অনুশীলন : মান ভাষায় লিখিত গদ্য-সাহিত্য শিক্ষার্থীদেরকে দিয়ে পর্যায়ক্রমে পড়ানো ও ত্রুটি সংশোধন করে দেওয়া, পাঠে কণ্ঠস্বরের ওঠানামার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা, পাঠে যথাযথভাবে ও আবেগ সঞ্চারিত হচ্ছে কি-না খেয়াল করা, শ্রেণীর সকল বাচনিক তৎপরতা যাতে মান ভাষায় হয়- সেদিকে খেয়াল রাখা ইত্যাদি।

লেখার অনুশীলন : মান ভাষায় সৃষ্টিশীল রচনা লিখতে উৎসাহিত করা, শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও চাহিদার ভিত্তিতে লেখার বিষয়বস্তু নির্বাচন করে দিয়ে স্বতস্ফূর্ত লিখন দক্ষতার বিকাশ ঘটানো, দরখাস্ত, চিঠি, অনুচ্ছেদ প্রভৃতি মান ভাষায় লিখন অভ্যাস গড়ে তোলা।

মূল্যায়ন :

১। মান ভাষার সংজ্ঞা দিন। উদাহরণসহ মান ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।

২। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষার সাথে পাঠ্যপুস্তকে লিখিত মান ভাষার পার্থক্যের দিকগুলো চিহ্নিত করুন।

৩। শ্রেণী পাঠদানে মান ভাষা ব্যবহারের আবশ্যকতা কী? কীভাবে শিক্ষার্থীদের মান ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়?

সম্ভাব্য উত্তর :

পর্ব-১

পর্ব-২

- মান ভাষায় পঠন-পাঠন, ভাষার সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করে।
- মান ভাষা পাঠ দান কাজকে আনন্দদায়ক ও অর্থপূর্ণ করে তোলে। শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা, আগ্রহ ও মনোযোগ বাড়ায়।
- মানভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়েই বাচনিক তৎপরতার ত্রুটি দূর করা যায়।
- মান ভাষা বোধ শিক্ষার্থীদেরকে ভাষাভিত্তিক আত্মপ্রকাশ ও বিকাশের পারঙ্গমতা বাড়িয়ে দেয়।
- শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত মিশ্রিত ভাষা রীতির পরিশীলনে মান ভাষার ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পর্ব-৩ : মানভাষা ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির উপায়

- শোনা ও বলা : শোনা ও বলার সকল প্রকৃয়ায় মান ভাষা ব্যবহার করতে হবে।
- পড়া : মানভাষায় লিখিত সাহিত্য পাঠের আয়োজন করতে হবে।
- লেখা : লিখিত সকল কাজে মানভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

ইউনিট-৪ **অধিবেশন-২২**

শ্রেণীকক্ষে চকবোর্ডের ব্যবহার

বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে এখন পর্যন্তও যে শিক্ষা উপকরণটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়- তার নাম চকবোর্ড বা ব্লাকবোর্ড। চকবোর্ড শ্রেণী ব্যবস্থাপনার একটি ভৌত উপাদান। শ্রেণী ব্যবস্থাপনার কথা বললেই চকবোর্ড ব্যবস্থাপনার প্রসঙ্গটি এসে যায়। শ্রেণীতে চকবোর্ড স্থাপন, চকবোর্ড ব্যবহারের উদ্দেশ্য সচেতনতা, চকবোর্ডের কার্যকর ব্যবহার, চকবোর্ড ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট কিছু কৌশল প্রয়োগ প্রভৃতি দিক চকবোর্ড ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত। আলোচ্য পাঠে আমরা উপরোক্ত দিকগুলোই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি –

- চকবোর্ড ব্যবহারের আবশ্যকতা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- শ্রেণীতে চকবোর্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় সাধারণ ত্রুটিসমূহ শনাক্ত করতে পারবেন।
- চকবোর্ড ব্যবস্থাপনার কার্যকর পদক্ষেপ/কৌশলসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-১ : চকবোর্ড ব্যবহারের আবশ্যকতা

বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ধারণ-ক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশি। অন্যদিকে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে শ্রেণীকক্ষে আধুনিক, ব্যয়বহুল শিক্ষা উপকরণসমূহের যোগান দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনা। তাই স্বল্পমূল্যের এবং অধিক শিক্ষার্থীকে একসাথে শেখানোর উপযোগী 'চকবোর্ড' নামক শিক্ষা উপকরণটি এদেশের শ্রেণীকক্ষে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও শ্রেণীতে চকবোর্ড ব্যবহারের অন্যবিধ আবশ্যকতাও রয়েছে।

উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদটি বিবেচনায় রেখে এবার আপনি নিচের প্রশ্ন দু'টির উত্তর ছক আকারে খাতায় লিখুন।

- আমরা শ্রেণীতে কী কী কাজে চকবোর্ড ব্যবহার করি?
- শ্রেণীতে চকবোর্ডের ব্যবহার এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

পর্ব-২ : চকবোর্ড ব্যবহারে লক্ষ্যণীয় ত্রুটি শনাক্তকরণ

জেমস ফেয়ারগ্রীভ এর কথায় – Chalkboard is the cinema of the classroom অর্থাৎ চকবোর্ড শ্রেণীকক্ষের চলচিত্র। অন্যভাবে, চকবোর্ডকে আমরা শ্রেণীকক্ষের সকল কার্যক্রমের দর্পনও বলতে পারি। কারণ শিক্ষক শ্রেণীতে পড়ানোর সময় পাঠের মূল শব্দগুলো চকবোর্ডে ধারাবাহিকভাবে লিখে থাকেন। তাই চকবোর্ডের সুবিন্যস্ত তথ্য দেখে এক নজরেই পুরো ক্লাসের চলচিত্র বোধগম্য হয়। কিন্তু চকবোর্ডে তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রায়শ:ই কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়।

প্রিয় শিক্ষার্থী, চকবোর্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় কিছু সাধারণ ত্রুটি নিচে সন্নিবেশিত আছে। যে ত্রুটিগুলো আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেগুলোতে টিক চিহ্ন দিন এবং অতিরিক্ত কোন ত্রুটি থাকলে তাও সংযোজন করুন।

• পূর্ববর্তী ক্লাসের তথ্য মুছে না নেওয়া। • হাতের লেখার দুর্বোধ্যতা। • অপরিকল্পিতভাবে বোর্ডে লেখা। • পিছন ফিরে লেখা। • লেখা ও উচ্চারণের সম্পর্কহীনতা। • তথ্য বিন্যাসে পরিকল্পনাহীনতা। • খেয়াল খুশি মত তথ্য মুছে ফেলা। • তথ্যের আন্ত:সম্পর্ক বিবেচনায় না রাখা। • কখনও ছোট কখনও বড় করে লেখা।	সংযোজন

পর্ব-৩ : চকবোর্ড ব্যবস্থাপনার কার্যকর পদক্ষেপ ও কৌশলসমূহ

চকবোর্ডের যথাযথ ব্যবহার শ্রেণী পাঠদানকে আকর্ষণীয় এবং অর্থপূর্ণ করে তোলে। কারণ শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষের একটি জীবন্ত উপাদান। এই উপাদানটির আগ্রহ, মনোযোগ, প্রেষণা, অনুরাগ প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিক দিকের ইতিবাচকতা কার্যকর শিখনের পূর্বশর্ত। চকবোর্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাই একজন শিক্ষককে সবসময় খেয়াল রাখতে হয় যাতে শিক্ষার্থীর মনোযোগে বাধার

সৃষ্টি না হয়, আগ্রহে ভাটা না পড়ে উদ্দীপনা ব্যহত না হয়- সর্বোপরি প্রতিটি কাজে প্রেষণা সৃষ্টির পথে কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা না দেয়। এই লক্ষ্যে চকবোর্ড ব্যবহারের সময় একজন শিক্ষককে কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়; অবলম্বন করতে হয় কিছু কলা-কৌশলের।

নিচে চকবোর্ড ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত কিছু শব্দ উল্লিখিত আছে। আপনি শব্দগুলো দিয়ে চকবোর্ড ব্যবহার সম্পর্কিত বাক্য তৈরি করুন।

শব্দাবলী : হাতের লেখা / দাঁড়িয়ে লেখা / অক্ষরের আকৃতি / পয়েন্ট / সংক্ষিপ্ততা / প্রয়োজনীয় তথ্য / বিচিত্র শব্দ / মৌখিক উচ্চারণ / ৪৫° ডিগ্রী কোণে অবস্থান / হাসিমুখ / দৃষ্টি বিনিময় / মুছে ফেলা / পূর্ব পরিকল্পনা।

ইউনিট-৪ **অধিবেশন-২২**

মূল শিখনীয় বিষয়

শ্রেণীকক্ষে চকবোর্ডের ব্যবহার

শ্রেণীকক্ষে সবচেয়ে অধিক ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণটির নাম হচ্ছে চকবোর্ড। চকবোর্ড শ্রেণীকক্ষের ভৌত ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত একটি উপাদান। এই বোর্ড বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন- স্ট্যান্ড বোর্ড, রোলার বোর্ড, দেওয়াল বোর্ড প্রভৃতি। চকবোর্ড সাধারণত কাঠ, সিমেন্ট প্লাস্টিক, কাপড় ও লোহার পাত দিয়ে তৈরি করা হয়।

চকবোর্ড শ্রেণীর মাঝে শিক্ষার্থীদের দিকে মুখ করে স্থাপন করা হয়। শ্রেণীর আয়তন অনুযায়ী চকবোর্ডের আকার নির্ধারণ করা হয় এবং দেওয়াল বা স্ট্যান্ডের সাথে এটি স্থাপন করা হয়।

উত্তম চকবোর্ড : ভাল চকবোর্ডের আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন এর উপরিভাগ হবে খুব মসৃণ, এর চকের লেখা ধরে রাখার সামর্থ্য থাকতে হবে। এর পৃষ্ঠদেশ অনুজ্জ্বল হবে এতে করে অতিরিক্ত আলো তাতে প্রতিফলিত হবে না এবং লিখিত তথ্যসমূহ দেখার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হবে না। চকবোর্ড এমন হবে যাতে চকের লেখা খুব সহজেই ডাস্টার ফোম বা কাপড় দ্বারা মুছে ফেলা যায়। উচ্চতার দিক থেকেও চকবোর্ড খুব অধিক হবে না বরং এমন হবে যাতে শিক্ষক দাঁড়িয়ে এর উঁচু প্রান্তেও লিখার জন্য নাগাল পান।

চকবোর্ড ব্যবহারের উদ্দেশ্য : শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত সবচেয়ে পরিচিত শিক্ষা উপকরণ হচ্ছে চকবোর্ড। প্রায় সকল দেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে এর সম্পৃক্ততা রয়েছে। শ্রেণীকক্ষে চকবোর্ড বিভিন্নমুখী উপযোগ দিয়ে থাকে। বিশেষ করে যে সকল দেশের শ্রেণীকক্ষে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা উপকরণ নাই সেসব দেশের শ্রেণীকক্ষের বলতে গেলে একমাত্র সহায়ক উপকরণ হচ্ছে চকবোর্ড। শ্রেণী পাঠদানে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণে চকবোর্ড কার্যকর ভূমিকা রাখে।

শিক্ষক চকবোর্ডে পাঠের পরিচিতি মূলক সকল তথ্য লিখে থাকেন। শিক্ষার্থীদের সামনে পাঠ সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ চকবোর্ডে লিখিত হলে তা তাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় এবং সহজেই বোধগম্য হয়।

তথ্যকে বিশ্লেষণের জন্যও ব্যবহৃত হয় চকবোর্ড। বাংলা ব্যাকরণের যে কোন পাঠেই তথ্য বিশ্লেষণ জরুরী হয়ে পড়ে। তথ্যকে বিশ্লেষণ করতে চাইলে তা সকল শিক্ষার্থীর সামনে একবারে লিখিতভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়। এক্ষেত্রেও চকবোর্ড প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে।

পাঠের শেষের দিকে বাড়ির কাজ দেওয়া হয়। বাড়ির কাজ মুখে বলে দেওয়ার চেয়ে বোর্ডে লিখে দেওয়া ভাল। এতে করে কাজটি সকলের দৃষ্টি গ্রাহ্য হবে। এক্ষেত্রেও চকবোর্ড ব্যবহৃত হতে পারে। কেবল বাড়ির কাজ নয়; শিক্ষার্থীরা শ্রেণীতে যে কাজটি করবে তাও বোর্ডে লিখে

দেওয়া শিক্ষকের জন্য সহজ পন্থা। এতে কর্মপত্র ছাড়াই শ্রেণীতে শিক্ষক অংশগ্রহণমূলক পাঠদান নিশ্চিত করতে পারেন।

শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদেরকে কাজ করতে দিলে ঐ কাজের দিক নির্দেশনাও সঠিকভাবে দেওয়া আবশ্যক। কারণ সঠিক দিক নির্দেশনার অভাবে শিক্ষার্থীরা কাজে খেই হারিয়ে ফেলতে পারেন এবং শ্রেণীতেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। এই দিক নির্দেশনার কাজটিও শিক্ষক বোর্ডের সহায়তায় করতে পারেন।

বক্তৃতা পদ্ধতির একঘেয়েমিতা দুর করতে পারে চকবোর্ডের উপযোগী ব্যবহার। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের বক্তৃতা শ্রবণ ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করতে করতে প্রায়ই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষক যদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ বোর্ডে লিখে লিখে অগ্রসর হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের দর্শন-ইন্দ্রিয় মাঝে মাঝে সক্রিয়া হবার সুযোগ পায় বলে তাদের একঘেয়েমী ক্লান্তি, বিরক্তি, অবসাদ প্রভৃতি দুর হয়।

বাংলাদেশের শ্রেণীকক্ষগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষার্থী সংখ্যার আধিক্য। এই অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে এক সাথে নির্দেশনা প্রদানের জন্যও চকবোর্ড সহায়তা করে থাকে।

সর্বোপরি পাঠদান কার্যক্রমকে সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য শ্রেণীতে চকবোর্ডের ব্যবহার একান্ত আবশ্যক।

ক. **চকবোর্ডের কার্যকর ব্যবহারঃ** চকবোর্ডের কার্যকর ব্যবহারের উপর শ্রেণীর সাফল্য অনেকখানিই নির্ভর করে। তাই এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে শিক্ষককে মনোযোগী হতে হবে।

- চকবোর্ডের লিখন হবে সুস্পষ্ট, সুন্দর এবং দৃষ্টিনন্দন। যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে বোর্ডে লিখিত তথ্য আকর্ষণীয় হয় এবং তথ্যসমূহ তাদের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলে।
- দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে দাঁড়িয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্য আকৃতির অক্ষরে বোর্ডে লিখতে হবে। যাতে বোর্ডের তথ্য দেখতে কোন শিক্ষার্থীর কোন সমস্যা না হয় এবং খাতায়ও তুলে নিতে পারে।
- বোর্ডের লিখা হবে সংক্ষিপ্ত এবং পয়েন্টভিত্তিক। কারণ সবকথা বোর্ডে লিখা হলে স্থানও সংকুলন হবে না এবং বিষয়টিও দুর্বোধ্য থেকে যাবে।
- বোর্ডে কেবল অতি প্রয়োজনীয় তথ্যগুলোই লিখতে হবে। এতে পাঠ যেমন আকর্ষণীয় হবে তেমনি শিক্ষার্থীরাও বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে।
- লেখার সময় চক ও বোর্ডের ঘষায় যাতে বিচিত্র শব্দ না হয়- সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এতে শ্রেণী শৃঙ্খলা স্বাভাবিক থাকবে এবং শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হবে না।
- বোর্ডে লিখার সময় অবশ্যই সাথে সাথে মুখেও উচ্চারণ করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীর দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয় একসাথে কাজ করবে এবং পাঠ সুবোধ্য হবে।

- বোর্ডের একপাশে দাঁড়িয়ে খানিকটা মোচড় ঘুরে লিখতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা মনে করবে যে শিক্ষক তাদের দিকেই তাকিয়ে লিখছেন ফলে তারা সাবধান হবে।
- শিক্ষার্থীদের দিকে একটানা পিছন ফিরে বোর্ডে লিখা ঠিক নয়। এতে শিক্ষার্থীরা অনেক সময়ই পাঠের বিষয়বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।
- বোর্ডে লিখার ফাঁকে ফাঁকে প্রায় শিক্ষার্থীদের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে মত বিনিময় করতে হবে। এতে তারা শিক্ষকের আন্তরিকতা বুঝতে পেরে নিজেরাও পাঠে আন্তরিক হবে।
- বোর্ডের লিখা যথাসময়ে মুছে ফেলতে হবে। কারণ অপ্রয়োজনীয় কথা লিখা থাকলে শিক্ষার্থীরা খেই হারিয়ে ফেলতে পারে।
- লেখা শুরু করার পূর্বে তৎক্ষণাৎ পরিকল্পনা করে নিতে হবে- বোর্ডে কোন্ তথ্যটি কোন্ স্থানে কীভাবে লিখা হবে। এতে বোর্ডের তথ্যবিন্যাস যৌক্তিক হবে শিক্ষার্থীদের মনেও তথ্যের যৌক্তিক বিন্যাস একটি স্থায়ী ছাপ ফেলবে এবং কার্যকর শিখণ হবে।
- বোর্ডে লিখার জন্য মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদেরকেও আহ্বান জানাতে হবে। এতে তাদের ভয় দুর হবে; পাঠে আন্তরিক হবে।
- বোর্ড পরিষ্কার আছে কি-না ক্লাসে ঢুকেই তা খেয়াল করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ এতে দ্রুত পাঠের দিকে আসবে।

চকবোর্ড ব্যবহারের কৌশলঃ শিক্ষকের চকবোর্ড ব্যবহারের কৌশলের উপর শ্রেণী পাঠদানের সাফল্য অনেকখানিই নির্ভর করে। মাধ্যমিক স্তরের একজন শিক্ষক চকবোর্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কৌশলসমূহ ব্যবহার করতে পারেন। এতে তার পাঠদান আকর্ষণীয় হবে এবং শিক্ষার্থীদের কাছেও অর্থপূর্ণ শিখন নিশ্চিত হবে।

- শ্রেণীতে ঢুকেই খেয়াল করতে হবে- চকবোর্ডটি ফাঁকা/পরিষ্কার আছে কি-না।
- শুরুতে পরিকল্পনা মোতাবেক সংক্ষিপ্তরূপে শিক্ষক তার নিজের নাম, শ্রেণী, তারিখ প্রভৃতিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো লিখবেন।
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে বোর্ডে দৃষ্টিনন্দন, ছাপার অক্ষরে লিখতে হবে।
- পিছনে দাঁড়িয়ে খেয়াল করতে হবে যে বোর্ডের লেখা স্পষ্ট বুঝা যায় কি-না।
- শিক্ষার্থীরা বোর্ডে লিখিত তথ্য কখন খাতায় লিখবে তার নির্দেশনা সুস্পষ্টভাবে দিতে হবে।
- বোর্ডে লিখিত প্রয়োজনীয় তথ্য শিক্ষার্থীরা খাতায় উঠিয়ে নিচ্ছে কি-না এবং অপ্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ উঠিয়ে নেওয়া থেকে বিরত থাকছে কি-না খেয়াল রাখতে হবে।

- বোর্ডে লিখিত তথ্য খাতায় লিখে নেবার সময় শ্রেণীর কাজের তদারকি বাড়াতে হবে। তাদের লিখে নেওয়া শেষ হল কি-না এবং তারা কোন বানান ভুল করে লিখল কি-না তাও খেয়াল করতে হবে।
- বোর্ডের তথ্য মুছে ফেলার আগে শিক্ষার্থীদের অনুমতি নিতে হবে।
- একই জাতীয় তথ্য যাতে বোর্ডের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সন্নিবেশিত হয় তথা বিভিন্ন প্রকারের তথ্য যাতে মিশ্রিত হয়ে না যায়-সেদিকে খেয়াল রেখে সুপরিকল্পিতভাবে বোর্ড ব্যবহার করতে হবে।
- ক্লাসের জন্য যে তথ্যগুলো বোর্ডে সব সময় লিখে রাখা জরুরি সেগুলো একদিকে এবং যে তথ্যগুলো সাময়িক সেগুলো আরেক দিকে লিখতে হবে।

সর্বোপরি চকবোর্ড শ্রেণী পাঠদানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কম খরচে এটি শ্রেণীতে সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়। এটি বার বার মুছে মুছে ব্যবহার করা যায়। এটির সংরক্ষণ করাও খুব সহজ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভুল ত্রুটি সহজেই সংশোধন করে দেওয়া যায়। তাই বলা যায়, কার্যকর শিখনের ক্ষেত্রে চকবোর্ডের ব্যবহার একান্ত আবশ্যক।

মূল্যায়ন :

১। চকবোর্ড কাকে বলে? শ্রেণীকক্ষে চকবোর্ড ব্যবহারের আবশ্যকতা কী?

২। চকবোর্ড ব্যবহারের কার্যকর পদক্ষেপ / কৌশলসমূহ লিখুন।

৩। বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে চকবোর্ড ব্যবহার করতে গিয়ে যেসব ত্রুটি আপনি করে থাকেন তার একটি তালিকা তৈরি করে সংশোধনের পদক্ষেপ লিখুন।

সম্ভাব্য উত্তর :

পর্ব-১ :

কী কী কাজে ব্যবহার করি	ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ কেন?
• পাঠের পরিচিতিমূলক তথ্য প্রদর্শনের জন্য। • পাঠ-সংশ্লিষ্ট তথ্য উপস্থাপনের জন্য। • পাঠ-সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন লিখার জন্য। • বাড়ির কাজ দেওয়ার জন্য। • তথ্যকে বিশ্লেষণের জন্য।	• সবচেয়ে পরিচিত শিক্ষা উপকরণ। • শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখে। • একসাথে সবাইকে দিক-নির্দেশনা দেওয়া যায়। • অধিক শিক্ষার্থীর ক্লাসে তথ্য উপস্থাপন সহজ হয়। • শিখনে দর্শন-ইন্দ্রীয়ের সঠিক ব্যবহার হয়।

পর্ব-২ ও ৩ : আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট-৪ **অধিবেশন-২৩**

সহায়ক সামগ্রী এবং শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন ও উন্নয়ন

শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কার্যক্রমকে অর্থপূর্ণ, ইতিবাচক ও কার্যকর করার জন্য শিক্ষা উপকরণ ও সহায়ক সামগ্রী একান্ত আবশ্যক। সহায়ক সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠের বিষয়বস্তুকে সহজ, সুবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলে। সেজন্য পাঠের বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে সহায়ক সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন করতে হয়; শ্রেণীকক্ষে এর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হয় এবং ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। এই অধিবেশনে আমরা এই শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন, ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি –

- সহায়ক সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণের সংজ্ঞা নির্ধারণ ও তালিকা প্রণয়ন করতে পারবেন।
- শিখনে সহায়ক সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণের গুরুত্ব নিরূপণ করতে পারবেন।
- শিক্ষা উপকরণ নির্বাচনের বিবেচ্য দিক চিহ্নিত করতে ও উন্নয়নের কৌশল নির্ধারণ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-১ : সহায়ক সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণের সংজ্ঞা ও তালিকা

শ্রেণীকক্ষে পঠন পাঠনের সময় যেসব বস্তুগত সামগ্রী পাঠদানের বিষয়বস্তুর ধারণা প্রদান করতে বা লাভ করতে পরোক্ষভাবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা করে থাকে সেগুলোকে সহায়ক সামগ্রী (Instructional Materials) বলে। যেমন- চক, ডাস্টার ইত্যাদি। অন্যদিকে যেসব বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদান পাঠের বিষয়বস্তু অনুধাবনে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রাখে সেগুলোই শিক্ষা উপকরণ। যেমন- চার্ট, মডেল প্রভৃতি।

নিচে সহায়ক সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণের একটি মিশ্রিত তালিকা দেওয়া আছে। আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরে বর্ণীত অনুচ্ছেদটি বিবেচনায় রেখে এগুলোকে দুই কলামে সাজাই।

পাঠ্যপুস্তক, বাস্তব দ্রব্যাদি, শিক্ষক নির্দেশিকা, তথ্য পুস্তিকা, চার্ট, তথ্যছক, চক, মানচিত্র, ফিল্ম, ছবি, হোয়াইট বোর্ড, মডেল, অনুচিত্র, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ভিডিও, ওভারহেড প্রজেক্টর, পোস্টার পেপার, চকবোর্ড, OHP শীট, নমুনা, ওয়ার্কবুক, ফিডব্যাক সামগ্রী, ডাস্টার, ফ্লিপ চার্ট, ব্লু ট্যাক।

সহায়ক সামগ্রী	শিক্ষা উপকরণ

পর্ব-২ : সহায়ক সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণের গুরুত্ব

শিখন পরিবেশকে যান্ত্রিকতা মুক্ত ও বহুমুখী করার জন্য শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার অনস্বীকার্য। শিক্ষা উপকরণ শিক্ষা কার্যক্রমকে সক্রিয়তাভিত্তিক করে তোলে, বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত করে তোলে; শিক্ষণীয় বিষয়কে শিক্ষার্থীর কাছে গ্রহণযোগ্য, সহজ ও বাস্তবভিত্তিক করে তোলে। উপকরণের জন্যই জটিল বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর কাছে হয়ে ওঠে সহজবোধ্য। উপকরণের ব্যবহার শিক্ষার্থীর বহুমাত্রিক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং তাদের সৃজনশক্তি, কল্পনাশক্তি ও চিন্তন শক্তির বিকাশ ঘটায়। তাই শ্রেণী পাঠদানে সহায়ক সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণের ব্যাপক ও ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে।

আসুন এসম্পর্কিত নিম্নরূপ প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজ নিজ খাতায় লিখি।

প্রশ্ন :
- শিক্ষা উপকরণ শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে কী কী সুবিধা এনে দেয়?
- শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষা উপকরণ শিক্ষককে কীভাবে সহায়তা করে?
- বিষয়বস্তু অনুধাবনের ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণ সহায়ক ভূমিকা রাখে কেন?

পর্ব-৩ : শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন ও উন্নয়ন

শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ্য, মেধা, আগ্রহ, প্রবণতা প্রভৃতির বিবেচনায় শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন করতে হয়।' তাছাড়া পাঠের বিষয়বস্তুর প্রকৃতি, পাঠের জন্য নির্বাচিত পদ্ধতি ও কৌশল, পদ্ধতি ও কৌশলের ব্যবহার বিধি, শ্রেণীর শিক্ষার্থী সংখ্যা, এবং উপকরণটির সংরক্ষণ যোগ্যতা বিবেচনায় রেখে শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন করতে হয়। সর্বোপরি, উপকরণের উপযোগিতা, ব্যবহার যোগ্যতা, নির্ভরযোগ্যতা ও সহজলভ্যতাই শ্রেণীর জন্য শিক্ষা উপকরণ নির্বাচনের মূল

বিবেচ্য। কিন্তু শিক্ষা উপকরণ একবার নির্বাচনটাই যথেষ্ঠ নয়। বরং শিক্ষককে নির্দিষ্ট পাঠের জন্য নির্বাচিত উপকরণটির উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত ভাবতে হয় এবং পরবর্তীতে আরো উন্নত করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হয়। কারণ শিক্ষা একটি চলমান প্রক্রিয়া আর শিক্ষার্থী একটি জীবন্ত উপাদান। কাজেই এই জীবন্ত উপাদানের সামনে চলমান শিক্ষা প্রক্রিয়াকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য দরকার শিক্ষা উপকরণের ধারাবাহিক সংস্কার ও আধুনিকায়ন।

শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণ পরবর্তীতে উন্নয়নের জন্য একজন শিক্ষককে নিম্নবর্ণিত দিকসমূহ বিবেচনা করে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আসুন গভীরভাবে চিন্তা করে গুরুত্বের ক্রমানুসারে বিবৃতিগুলো ডান পাশের ফাঁকা স্থানে সাজিয়ে লিখি।

▪ পাঠকে কীভাবে আরো সহজ ও আকর্ষণীয় করা যায় ▪ কোন দিকটি শিক্ষার্থীর কাছে বিরক্তিকর মনে হচ্ছে ▪ পরিবেশিত তথ্য কতটা যুক্তিনির্ভর, বাস্তবসম্মত ও মূর্তিত রূপায়ণের ▪ শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাচ্ছে কি-না ▪ ব্যবহার করতে গিয়ে কী কী সমস্যা দেখা দিচ্ছে ▪ তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে কীভাবে এর উপযোগিতা আরও বাড়ানো যায় ▪ শিক্ষার্থীরা কোন দিকটিকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করছে ▪ কী কী বিষয় নতুন সংযোজন ও বিয়োজন দরকার ▪ কী পদক্ষেপ নিলে ঐ সমস্যাসমূহ দূরীভূত হবে	১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬. ৭. ৮. ৯.

ইউনিট-৪ **অধিবেশন-২৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

সহায়ক সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন ও উন্নয়ন

- শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের জন্য বিষয়বস্তুর জ্ঞান ছাড়া শিক্ষক অন্যান্য যেসব দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার করে থাকেন সেগুলোর কোনটিকে সহায়ক সামগ্রী আর কোনটিকে শিক্ষা উপকরণ বলা হয়। এদের মধ্যে যেসব বস্তুগত সামগ্রী পাঠদানের বিষয়বস্তুর ধারণা প্রদান/লাভে পরোক্ষভাবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে থাকে সেগুলোই সহায়ক সামগ্রী (Instructional Materials)। যেমন- পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ওয়ার্ক বুক, তথ্য পুস্তিকা, চক, ডাস্টার, চকবোর্ড, হোয়াইট বোর্ড, ফ্লিপ চার্ট, ব্লু ট্যাক, ফ্লানেল বোর্ড, বুলেটিন বোর্ড, ওভারহেড প্রজেক্টার প্রভৃতি। অন্যদিকে যেসব বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদান পাঠদান ও পাঠগ্রহণে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত ধারণা / জ্ঞানের সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে থাকে সেগুলোকে শিক্ষা উপকরণ (Teaching Aids) বলে। যেমন- চার্ট, মডেল, মানচিত্র, ফিল্ম, ভিডিও ক্যাসেট, OHP শিট, পোস্টার পেপার/তালিকা, অনুচিত্র, শিক্ষকের ফিডব্যাক সামগ্রী, তথ্যছক, ছবি, নমুনা, বাস্তব দ্রব্যাদি প্রভৃতি। সহায়ক সামগ্রী প্রধানত শ্রেণী পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষককে সহায়তা করে থাকে। অন্যদিকে শিক্ষা উপকরণ শিক্ষার্থীর কাছে পাঠের বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য, প্রাঞ্জল ও অর্থপূর্ণ করে তুলে।
- শিক্ষা উপকরণ বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন রেডিও, টেপরেকর্ডার, মাইক্রোফোন প্রভৃতি শ্রবণভিত্তিক উপকরণ; বিভিন্ন প্রকার মডেল, চার্ট, বাস্তববস্তু, মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম, ম্যাপ, পোস্টার পেপার, ছবি প্রভৃতি দর্শনভিত্তিক উপকরণ; টেলিভিশন, ভিসিপি, মনিটর, কম্পিউটার, চলচ্চিত্র, পাওয়ার পয়েন্ট সিস্টেম প্রভৃতি শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ।
- শিক্ষা কার্যক্রমকে সক্রিয়তাভিত্তিক, সহজ, সাবলীল, বাস্তবমুখী করে তোলার জন্য শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার অনস্বীকার্য। এর কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সম্পর্কে মূর্ত ধারণা লাভ করে, শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয়, শিখনে স্বতঃস্ফূর্ততা আসে, বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় হয়, শ্রেণীর একঘেয়েমী দূর হয়। অন্যদিকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক খুব সহজে, অল্পশ্রমে, অল্পসময়ে, অল্পকথায় অনেক জটিল বিষয় শিক্ষার্থীদের সামনে অর্থপূর্ণভাবে উপস্থাপন করতে পারেন।
- শিক্ষা উপকরণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষককে অত্যন্ত কৌশলী হতে হয়। শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ্য, চিন্তা, মেধা, আগ্রহ, প্রবণতা, শিক্ষণের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, কলাকৌশল, সময়,

ব্যবহারের প্রক্রিয়া/কৌশল, বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ততা, ব্যবহারযোগ্যতা, শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পরবর্তী সময়ের জন্য সংরক্ষণের সুবিধা-অসুবিধা তথা উপকরণের উপযোগিতা, নির্ভরযোগ্যতা, সহজলভ্যতা প্রভৃতি দিক বিবেচনায় রেখে শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার করতে হয়।

- সহায়ক সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণের গুণগত মান উন্নয়নের জন্যও শিক্ষককে সবসময় চিন্তাশীল থাকতে হয়। শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। ব্যবহার করতে গিয়ে যখনই কোন সমস্যা দেখা দেয় তখন থেকেই শিক্ষককে ভাবতে হয়- কী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে পরবর্তীতে ঐ সমস্যা এড়ানো যাবে। উপকরণ নির্বাচন ও এর ব্যবহার কৌশল উন্নয়নে শিক্ষককে প্রতিনিয়তই নিম্নলিখিত বিষয়ে চিন্তাশীল থাকা আবশ্যক-

  - কী কী বিষয় নতুন সংযোজন ও বিয়োজন দরকার।
  - শিক্ষার্থীরা কোন দিকটিকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করছে।
  - কোন দিকটি শিক্ষার্থীর কাছে বিরক্তিকর মনে হচ্ছে।
  - শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাচ্ছে কি-না।
  - ব্যবহার করতে গিয়ে কী কী সমস্যা দেখা দিচ্ছে।
  - কী পদক্ষেপ নিলে ঐ সমস্যাসমূহ দূরীভূত হবে।
  - পাঠকে কীভাবে আরো সহজ ও আকর্ষণীয় করা যায়।
  - তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে কীভাবে এর উপযোগিতা আরও বাড়ানো যায়।
  - পরিবেশিত তথ্য কতটা যুক্তিনির্ভর, বাস্তবসম্মত ও মূর্তিত রূপায়ণের।

মূল্যায়নঃ

১। সহায়ক সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণের মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

২। অর্থপূর্ণ শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণের ভূমিকা নিরূপণ করুন।

৩। বাংলা বিষয়ের শিক্ষা উপকরণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে আপনাকে কোন কোন দিক বিবেচনায় রাখতে হবে এবং কেন – তার ব্যাখ্যা দিন।

৪। বর্তমানে নির্বাচিত শিক্ষা উপকরণটি ভবিষ্যতে আরো উন্নত করার জন্য আপনাকে কী কী বিষয়ে ভাবতে হবে এবং কেন-তা বিশ্লেষণ করুন।

সম্ভাব্য উত্তর :

পর্ব–১

সহায়ক সামগ্রী	শিক্ষা উপকরণ
পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ওয়ার্ক বুক, তথ্য পুস্তিকা, চক, ডাস্টার, চকবোর্ড, হোয়াইট বোর্ড, ফ্লিপচার্ট, ব্লু-ট্যাক, ফ্লানেল বোর্ড, বুলেটিন বোর্ড, OHP, পোস্টার পেপার, টেপ রেকর্ডার, মাইক্রোফোন	চার্ট, মডেল, মানচিত্র ফিল্ম, ভিডিও ক্যাসেট, OHP শিট, পোস্টার পেপার তালিকা, তথ্যছক, অনুচিত্র, ছবি, নমুনা,বাস্তব দ্রব্যাদি, সকল প্রকার ফিডব্যাক সামগ্রী, মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম, পাওয়ার পয়েন্ট সিস্টেম, ভিসিপি

পর্ব-২

শিক্ষার্থীর সুবিধা : নিজের হাতে কাজ করতে পারা, বিষয়বস্তু সহজে বুঝতে পারা, মূর্ত ধারণা লাভ, একঘেয়েমী না আসা, দীর্ঘদিন মনে থাকা, আকর্ষণবোধ করা।

শিক্ষকের সুবিধা : জটিল বিষয়কে সহজে ব্যাখ্যা করা; অল্প পরিশ্রমে অধিক শিক্ষণ;

বিষয়বস্তু অনুধাবনে ভূমিকা : শিক্ষার্থীর বহুবিধ ইন্দ্রীয়ের ব্যবহার নিশ্চিত হয়। তাই বিষয়বস্তু অনুধাবনে সহজ হয়।

পর্ব-৩

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট-৪ **অধিবেশন-২৪**

ভাষার অসম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিখন কৌশল

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা জানেন স্কুলে যখন শ্রেণী বা দল গঠন করা হয় তখন শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা, শিখন দক্ষতাকে বিবেচনায় আনা হয়। সাধারণত একই বয়স, যোগ্যতা, দক্ষতা বা মেধার সমন্বয়ে এক একটি শ্রেণী বা দল গঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন শিক্ষার্থীর বয়স অন্যান্যদের সমান হলেও তার শিখন দক্ষতা সমান নয়। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষককে শিক্ষাদানে সাবধান ও ঐ বিশেষ শিক্ষার্থীর প্রতি মনোযোগী হতে হয়। এ অধিবেশনে আমরা ভাষায় অসম যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিখন কৌশল নিয়ে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি–

- ভাষায় অসম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী বলতে কী বোঝায় বলতে পারবেন।
- ভাষায় অসম যোগ্যতার কারণসমূহ নির্ণয় করতে পারবেন।
- ভাষায় অসম যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-১ : ভাষায় অসম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী বলতে কী বোঝায়?

শিক্ষার্থীর বয়স অনুসারে ও অধ্যয়নরত শ্রেণীর ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকাকে ভাষায় অসমযোগ্যতা বলা হয়। শ্রেণী এবং বয়স অনুসারে শিক্ষার্থীদের ভাষার বিকাশে যতটুকু বিকাশ হওয়া উচিত তা না হলেই বুঝতে হবে ভাষার বিকাশে প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জিত হয়নি।

শিক্ষাক্রমে সাধারণত প্রতিটি শ্রেণীর জন্য ভাষা দক্ষতার পর্যায় নির্ধারিত থাকে। প্রতিটি শ্রেণীর শিখন উদ্দেশ্য ও শিখনফলসমূহ চিহ্নিত করা থাকে। যখন কোন শিক্ষার্থী সে শিখনফল লাভে ব্যর্থ হয় বা পিছিয়ে থাকে তখন তাকে অসম যোগ্যতাসম্পন্ন বলে ধরে নেয়া হয়। তবে এটি শিক্ষার্থীর কোন স্থায়ী সমস্যা নয়। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে এ সমস্যা দূর করা সম্ভব।

পর্ব-২ : শিক্ষার্থীর ভাষায় অসম যোগ্যতার কারণসমূহ

নানাবিধ কারণে ভাষার বিকাশে শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে থাকতে পারে। যেমন- শারীরিক, মানসিক, পরিবেশগত শিক্ষা কিংবা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনাগত কারণে শিক্ষার্থী পিছিয়ে থাকতে পারে।

এ কারণগুলোকে আমরা নিম্নোক্ত ভাবে সাজাতে পারি -

১. শারীরিক কারণঃ

- বাগযন্ত্র জনিত ত্রুটি (বহুলাংশে জন্মগত, ক্ষেত্র বিশেষে অসুস্থতা ও দুর্ঘটনাজনিত)
- বিলম্বিত বাকস্ফূরণ
- কায়িক শ্রম, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি।

২. মানসিক কারণঃ

- মানসিক অসুস্থতা/রোগ, স্নায়ুবিক সমস্যা
- অমনোযোগ, ঔদাসীন্য, অবসাদ ও বিরক্তি
- নির্জনতা ও একাকীত্ব
- পারিবারিক ভাঙ্গন
- দলচ্যুতি, বঞ্চনা, (বিচ্ছিন্নতা, পারিবারিক বন্ধন থেকে দূরে সরে যাওয়া)
- দ্বিধা-সংকোচ, ভয়, দুশ্চিন্তা
- তিরস্কার, ভৎর্সনা, শারীরিক নির্যাতন
- মাদকাসক্তি, ভীতিকর চলচিত্রের প্রভাব ইত্যাদি

৩. সামাজিক/পরিবেশগত কারণঃ

- নি:সঙ্গতা ও দলচ্যুতি, কুসঙ্গ
- পারিবারিক প্রতিকুল পরিবেশ (স্নেহসম্পর্ক হয়েছে এমন স্বজনদের সঙ্গ না পাওয়া, বড়দের অসহযোগিতা তিরস্কার, বিদ্রূপ ও ভৎর্সনা ইত্যাদি)
- শাসনে কঠোরতা
- সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা
- দারিদ্র ও খাদ্যাভাব
- সন্ত্রাস

৪. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা

- সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের প্রশিক্ষণের অভাব
- কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ
- শাসকের কঠোরতা
- শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে আঞ্চলিক ও অপভাষার ব্যবহার
- অপরাগতার জন্য বিদ্রূপ,ভৎর্সনা ও তিরস্কার
- প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থার অভাব

এবার আসুন বন্ধুরা কারণগুলোকে নিম্নোক্ত ছকে সাজাই -

কারণসমূহ

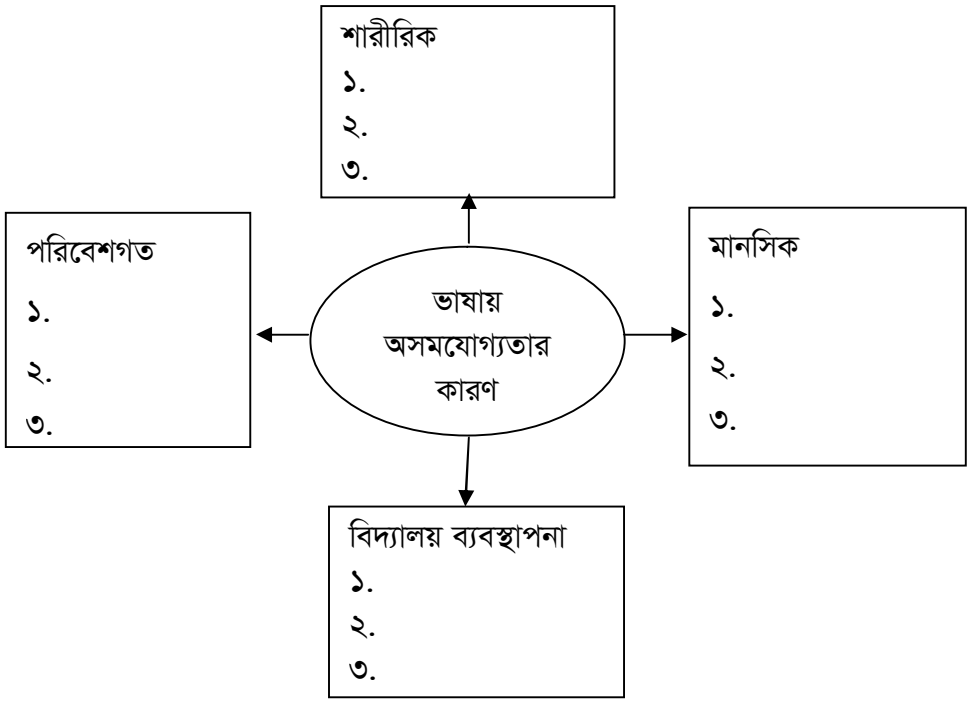

পর্ব-৩ : প্রতিকারের উপায়সমূহ

১. শারীরিক কারণে যে সকল শিক্ষার্থীর শুনতে অসুবিধে হয় তাদের শ্রেণীকক্ষে সামনে বসার সুযোগ দান।

২. শারীরিক ত্রুটি নিরসনে অভিভাবকদের অবহিত করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

৩. বিলম্বিত বাকস্ফুরিত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথোপকথনের সুযোগ সৃষ্টি।

৪. মানসিক অসুস্থতা স্নায়বিক দুর্বলতা ইত্যাদি কারণ নিরসনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক/বিশেষজ্ঞদের (কাউন্সেলর) পরামর্শ গ্রহণ।

৫. নির্জনতা ও একাকীত্ব দূর করে দলে মেশা ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ।

৬. পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা (মা-বাবার পারস্পরিক আচরণ এ ক্ষেত্রে গুরুত্ববহ)।

৭. অভয় প্রদান, বক্তৃতা ও বিতর্কে অংশগ্রহণে সুযোগ দান।

৮. শাসনের ক্ষেত্রে/স্নেহ মিশ্রণ (শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে গো)।

৯. শিক্ষকের প্রমিত ভাষায় শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলা, অপভাষা ব্যবহারে বিরত থাকা।

১০. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে এবার আসুন আমরা প্রতিবিধানের উপায়গুলো নিম্নের ছকে সাজাই -

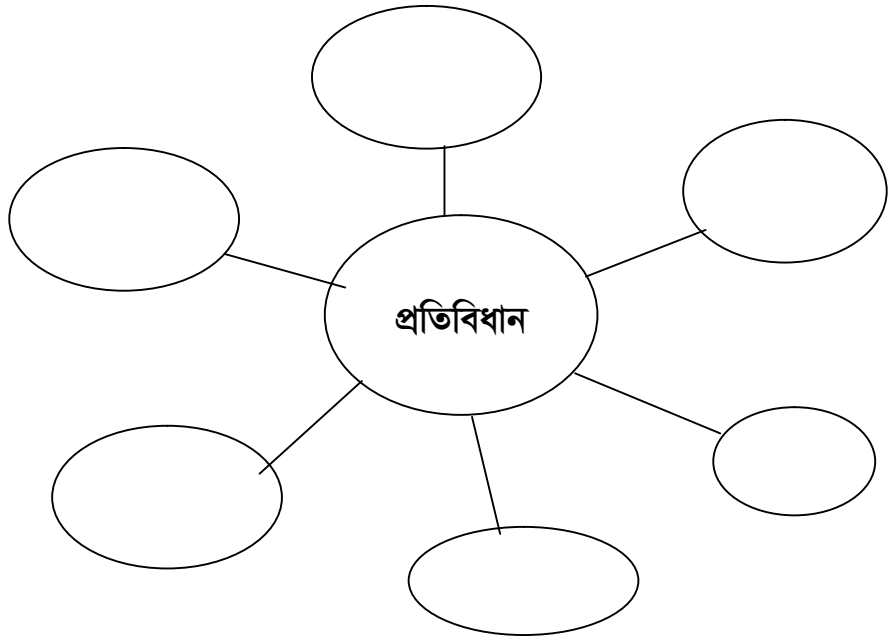

ইউনিট-৪ **অধিবেশন-২৪**

মূল শিখনীয় বিষয়

ভাষার অসম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিখন কৌশল

ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে যে বয়সে যে শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের ভাষাগত যোগ্যতা যতটা থাকা বা হওয়া প্রয়োজন তার অভাব ঘটলে তাদের ভাষায় অসম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী বলা যায়। নিজের ভাষায় গুছিয়ে কথা বলতে পারা, নিজেকে প্রকাশ করতে পারা, কোন বিষয়ের বর্ণনা রচনা লিখতে পারা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত নৈপূন্য অর্জনে সক্ষম শিক্ষার্থীদের ভাষায় যোগ্যতাসম্পন্ন বলা যায়। ভাষায় অসম যোগ্যতার কারণগুলো খুঁজে বের করে তার প্রতিবিধানে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগে শিক্ষককে সচেতন থাকতে হবে।

- শারীরিক অসুবিধাগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের বিশেষ যত্ন নিতে হবে- শুনতে অসুবিধে হলে তা অভিভাবককে জানাতে হবে। এক্ষেত্রে চিকিৎসক/বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে হবে।

- ভয়, সংকোচ এবং দ্বিধা-শ্রেণীতে কথা বলায় অনীহা ও ভয় দূর করার প্রয়োজনে আলোচনায় অথবা আনুষ্ঠানিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সহজ এবং স্বাভাবিক করার দায়িত্ব শিক্ষকের। শিক্ষক বিভিন্ন সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠানে এদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন। শিক্ষার্থীরা যাতে নি:সংকোচ ও নির্দ্বিধ হতে পারে এমন আন্তরিক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

- শিক্ষক শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলবেন। এতে শিক্ষার্থীরা তাঁকে অনুসরণে ও অনুকরণে উদ্বুদ্ধ হবে। শিক্ষক মানভাষা/প্রমিত উচ্চারণ অনুশীলন করাবেন। বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশ থেকে আগত শিক্ষার্থীর ভাষায় অপভাষা/আঞ্চলিকতা থাকলে সেগুলো শুধরে শুদ্ধ উচ্চারণে বলা এবং লেখা শেখাবেন। মাতৃভাষার গুরুত্ব শিক্ষার্থী/ অভিভাবককে অনুধাবন করতে সহায়তা করবেন।

- শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি সমদৃষ্টি দেবেন এবং ভাষা দক্ষতায় যারা পিছিয়ে থাকে তাদের ব্যক্তিগতভাবে সহায়তা করবেন। কথা বলে, গল্প করে, প্রশ্ন করে ও শব্দভান্ডার বৃদ্ধিতে সাহায্য করবেন। অধিকন্ত বিতর্ক, আবৃত্তি ও বক্তৃতা, বর্ণনায় অংশগ্রণের সুযোগ সৃষ্টি করে, কাজের প্রশংসা, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যোগ্যতাসম্পন্ন করে তুলবেন। ভাষার ৪টি দক্ষতায় সমভাবে নৈপুণ্য অর্জন করানোই ভাষা শিক্ষকের দায়িত্ব। শিক্ষার্থী ভালো শুনতে পারলে ভালো বলতে পারবে, ভালো বলতে পারলে শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে এবং শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারলে শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।

শিক্ষার্থীদের ভাষিক সমযোগ্যতা অর্জনে শিক্ষকের সম্ভাব্য করণীয়

শিক্ষকের ব্যক্তিগত যত্ন	**অপভাষা থেকে বিরত**	লিখন ক্ষেত্র
ক- কাছে বসানো খ- আন্তরিকতা গ- মনোযোগ ঘ- পরিবেশ সৃষ্টি ঙ- মান ভাষার প্রয়োগ চ- সঠিক উচ্চারণে কথা বলা ছ- আদর্শ পাঠের অনুশীলন জ- শিক্ষকের সম দৃষ্টি ঝ- সরব পাঠের ব্যবস্থা ঞ- ছড়া/আবৃত্তির ব্যবস্থা ট- অনুষ্ঠান পরিচালনা/ সৌজন্য পরিচয়/অভ্যর্থনা বিনয়, সভ্যতা ইত্যাদির ভাষা অনুশীলন করানো।	ক- আঞ্চলিক ভাষা বিরত খ- ভাষার নিয়ন্ত্রণ করা গ- শিক্ষকের প্রমিত উচ্চারণ ঘ- ভাষা শিখনে প্রেরণা/ উৎসাহ ঙ- শব্দ ভান্ডার তৈরি করানো চ- দ্বিধা, সংকোচ, ভয় দূর করা ছ- বিভিন্ন পরিবেশ থেকে আগত শিক্ষার্থীর প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া জ- অভিভাবকের অজ্ঞতা, অথবা ভাষাগত যত্নের অভাব লক্ষ রাখা ঝ- লিখা, বক্তৃতা ও বিতর্কে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান্	ক- শ্রুতলিপি খ- আদর্শ লেখা উপস্থাপনা গ- শব্দ ভাণ্ডার তৈরি করা ঘ- লেখার অভ্যাস গঠন ঙ- দেয়াল পত্রিকা ও বার্ষিকীতে লেখা চ- বাক্য, শব্দ, বর্ণ তৈরি।

মূল্যায়নঃ

১. ভাষায় অসম যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষার্থী বলতে কী বোঝায় ব্যাখ্যা করুন।

২. শিক্ষার্থীদের ভাষায় অসম যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়ার কারণসমূহ বর্ণনা করুন।

৩. ভাষায় অসম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান কৌশল বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব - ১

শিক্ষার্থীর বয়স অনুসারে ও অধ্যয়নরত শ্রেণীর ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকাকে ভাষায় অসমযোগ্যতা বলা হয়। শ্রেণী এবং বয়স অনুসারে শিক্ষার্থীদের ভাষার বিকাশে যতটুকু বিকাশ হওয়া উচিত তা না হলেই বুঝতে হবে ভাষার বিকাশে প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জিত হয়নি।

শিক্ষাক্রমে সাধারণত প্রতিটি শ্রেণীর জন্য ভাষা দক্ষতার পর্যায় নির্ধারিত থাকে। প্রতিটি শ্রেণীর শিখন উদ্দেশ্য ও শিখনফলসমূহ চিহ্নিত করা থাকে। যখন কোন শিক্ষার্থী সে শিখনফল লাভে ব্যর্থ হয় বা পিছিয়ে থাকে তখন তাকে অসম যোগ্যতাসম্পন্ন বলে ধরে নেয়া হয়। তবে এটি শিক্ষার্থীর কোন স্থায়ী সমস্যা নয়। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে এ সমস্যা দূর করা সম্ভব।

পর্ব-২

কারণসমূহ

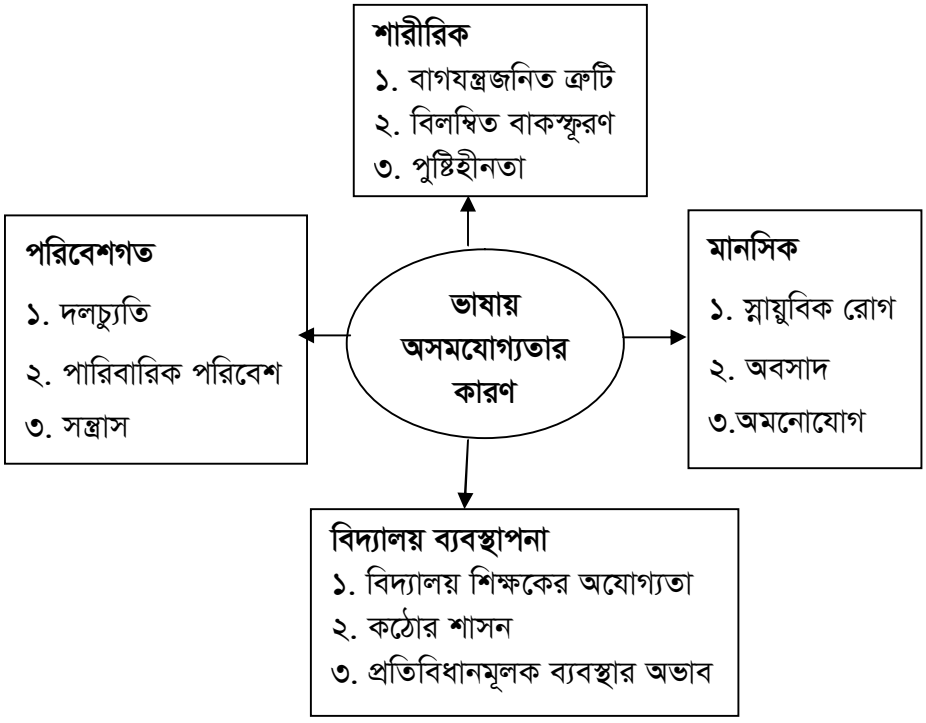

পর্ব-৩